আল কুরআন

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন।

সূরা আল ইমরান ৫৯

দৈনিক

কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ শনিবার ॥ ০১ আগস্ট ২০২৬ ॥ ১৭ সফর ১৪৪৮ ॥ ১৭ শ্রাবণ ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ৬০ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

উগ্রবাদ ও মৌলবাদকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না: ফখরুল

কীর্তনখোলা ডেস্ক

সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছেন স্থানীয় সরকার ২ এর পাতায় দেখুন

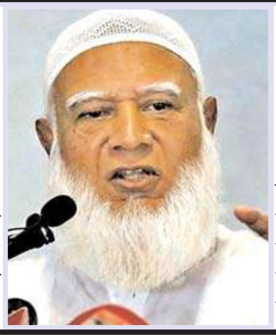

বাংলাদেশে আর কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, ফ্যাসিবাদের ছায়া দেখতে চাই না

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ২০২৪-পরবর্তী বাংলাদেশে ২ এর পাতায় দেখুন

আগামীর বাংলাদেশ তারেক রহমান চালাইতে পারবে না

কীর্তনখোলা ডেস্ক

'আগামীর বাংলাদেশ তারেক রহমান চালাইতে পারবে না। উনার ছয় মাসে উনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, উনি বাংলাদেশ ২ এর পাতায় দেখুন

১ আগস্ট থেকে সব গণপরিবহনে জিপিএস বাধ্যতামূলক

কীর্তনখোলা ডেস্ক

দেশের সব গণপরিবহনে ১ আগস্ট থেকে জিপিএস ডিভাইস সংযুক্ত করা এবং তা সচল রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশালে তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন

ধর্ম-বর্ণের নামে কোনো চক্রান্ত বাস্তবায়ন হতে দেওয়া হবে না

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

ধর্মীয় বিশ্বাস ও উপাসনাকে রাজনৈতিক কিংবা সাম্প্রদায়িক স্বার্থে ব্যবহার করার যেকোনো অপচেষ্টার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী এম জহির উদ্দিন স্বপন এমপি। তিনি বলেছেন, ধর্মের নামে বিভাজন সৃষ্টি কিংবা কোনো সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার সুযোগ বাংলাদেশে কাউকে দেওয়া হবে না। ধর্মপ্রাণ মানুষই ধর্মকে পুঁজি করে বিভেদ ছড়ানোর অপচেষ্টা প্রতিহত করবেন। শুক্রবার (৩১ জুলাই) দুপুরে বরিশাল জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বরিশাল জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়, আর রাষ্ট্র সবার। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এই নীতিকে সামনে রেখে সরকার একটি অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কাজ করছে। কোনো গোষ্ঠী যদি ধর্মীয় অনুভূতিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে রাষ্ট্র ও সমাজকে বিভক্ত করার চেষ্টা করে, তবে সেটি কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনি বলেন, ধর্ম মানুষকে মানবিকতা, সহমর্মিতা ও ন্যায়বিচারের শিক্ষা দেয়। অথচ কিছু স্বার্থান্বেষী মহল সেই ধর্মকেই বিভাজন ও উসকানির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। যখনই ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মচর্চাকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক বলয়ে বন্দি করার চেষ্টা হবে, তখনই প্রকৃত ধর্মপ্রাণ মানুষ সেই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন এবং ধর্মের নামে ব্যবসা করা ব্যক্তিদের প্রত্যাখ্যান করবেন। রাজনীতির প্রসঙ্গ টেনে তথ্যমন্ত্রী বলেন, একটি রাজনৈতিক দল বা নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে জনগণের কল্যাণে তাদের ২ এর পাতায় দেখুন

'ভারতে বসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে পারবেন না শেখ হাসিনা'

কীর্তনখোলা ডেস্ক

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মুখে ভারতে পালিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশটির মাটি ব্যবহার করে কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না বলে ভারতীয় সংসদের একটি স্থায়ী কমিটিকে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার। খবর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের। ভারতের সংসদীয় পররাষ্ট্রবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সর্বশেষ প্রতিবেদনে এতথ্য উঠে এসেছে। কংগ্রেস নেতা শশী থারুরের সভাপতিত্বে পরিচালিত কমিটির বৈঠকে বিষয়টি জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি শেখ হাসিনা চলতি বছরের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে ফেরার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করার পর এ বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেন, শেখ হাসিনা ভারত থেকে দেশে ফিরলে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেপ্তার ২ এর পাতায় দেখুন

হাম ও ডেঙ্গু রোগী ২০ হাজারে পৌঁছেছে, মৃত্যুর মিছিলে ৬১

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশালে হাম উপসর্গ নিয়ে সরকারী হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজারের কাছে, মারা গেছে ৫৪টি শিশু। পাশাপাশি ডেঙ্গু নিয়েও ইতোমধ্যে মধ্যে প্রায় ৪ হাজার মানুষ সরকারী হাসপাতালে ভর্তি হলেও মৃত্যুর মিছিলে যোগ হয়েছে ৭ জনের নাম। বরিশাল অঞ্চল জুড়ে হামের সংক্রমণ অব্যাহত থাকার মাঝে ডেঙ্গুও আবার দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করেছে। জুলাই মাসেই বরিশালের সরকারি হাসপাতালগুলোতে দেড় সহস্রাধিক ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হলেও এরমধ্যে মারা গেছেন ৬ জন। এ সময়ে সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার শিশু হাম'এর উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হলেও মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ হিসেবে বরিশাল অঞ্চলে হাম'র উপসর্গ নিয়ে সরকারী হাসপাতালেই আগত শিশুর সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজারের কাছে।

যারমধ্যে নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ৫৮৯। পাশাপাশি হাম সংক্রমণে ইতোমধ্যে যে ৫৪ টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে, তারমধ্যে নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা তিন বলে বিভাগীয় স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে। ইতোমধ্যে বরিশাল অঞ্চলের সরকারি হাসপাতালগুলোতেই ভর্তিকৃত হাম রোগীর সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজারের কাছে।যাদের মধ্যে সাড়ে ১৪ হাজার সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছে। অপরদিকে গত কয়েকমাসে যে প্রায় ২ এর পাতায় দেখুন

ফিফার বিতর্কিত পরিকল্পনায় বাড়ছে বিরোধিতা

ইউরোপের পর এবার বাংলাদেশসহ এশিয়ার ৪৭ দেশেরও 'না'

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার পর এবার ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর বিতর্কিত বাণিজ্যিক পরিকল্পার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি)। বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্ব বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে হস্তান্তরের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশসহ এশিয়ার ৪৭টি সদস্য দেশের এই সংস্থাটি। শুক্রবার এক বিবৃতিতে এএফসি জানায়, ফিফার এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বৈশ্বিক ঐকমত্য অর্জন করা বাস্তবসম্মত নয়। একই সঙ্গে তারা মনে করিয়ে দেয়, বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো বিশ্বের সব কনফেডারেশন ও ফুটবল খেলুড়ে দেশগুলোর সম্মিলিত অংশগ্রহণ। তাই টুর্নামেন্টের ঐক্য ও সার্বজনীন চরিত্রকে ২ এর পাতায় দেখুন

গণমাধ্যম কমিশন গঠনে কাজ করছে সরকার: তথ্যমন্ত্রী

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহিরুদ্দীন স্বপন বলেছেন, সংবাদকর্মী ও গণমাধ্যমের স্বার্থে সরকার গণমাধ্যম কমিশন গঠনের কাজ করছে। খুব শিগগিরই এ-সংক্রান্ত অ্যাকশন প্ল্যান ও গণমাধ্যম কমিশনের খসড়া অনুমোদনের জন্য সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। শুক্রবার (৩১ জুলাই) দুপুরে বরিশাল সার্কিট হাউস মিলনায়তনে স্থানীয় সংবাদকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, একবার যদি গণমাধ্যম কমিশন গঠন করতে পারি, তাহলে সৎ সাংবাদিকদের অনুপ্রাণিত করার জন্য সরকারের হাতে ২ এর পাতায় দেখুন

বিএনপি নেতাসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

বাউফল প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর বাউফলে প্রকাশ্য সড়কে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের ছেলের ওপর হামলার ঘটনায় পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ ওরফে হাজি পলাশসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। শুক্রবার (৩১ জুলাই) সকালে ভুক্তভোগী মর্জিনা বেগম বাদী হয়ে বাউফল থানায় মামলাটি করেন। তিনি ফরিদ উদ্দিন তালুকদারের স্ত্রী। মামলার অভিযোগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা ২ এর পাতায় দেখুন

নগরীর ২৯ নং ওয়ার্ড বাঘিয়া মুসলিম লেন সড়কের সি.সি রাস্তা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন শেষে দোয়া-মোনাজাতে উপস্থিত প্রশাসক অ্যাড. বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন -কীর্তনখোলা

নিজ কক্ষে মিললো যুবকের ব্যক্তির ঝুলন্ত লাশ

রাজাপুর প্রতিনিধি

ঝালকাঠির রাজাপুরে মো. মিজানুর রহমান (৪২) নামে এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৩১ জুলাই) উপজেলার গালুয়া ইউনিয়নের নলবুনিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মিজানুর রহমান মৃত আলতাফের ছেলে। তিনি দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছর ধরে মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছিলেন বলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মিজানুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যার পাশাপাশি মাথার তীব্র যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। গত ২ এর পাতায় দেখুন

মৃত ভেবে কাঙালি ভোজ, ১৮ বছর পর জীবিত ফিরলেন আলমগীর

বরগুনা প্রতিনিধি

১৮ বছর আগে যে মানুষটি অভাবের তাড়নায় স্ত্রী ও ছোট মেয়েকে নিয়ে ঢাকায় গিয়েছিলেন, তাঁকে ঘিরে একসময় অপেক্ষা থেমে যায়। পরিবার ধরে নেয়, তিনি আর বেঁচে নেই। স্ত্রী নতুন সংসার গড়েছেন, অপেক্ষা করতে করতে মারা গেছেন বাবা-মাও। এমনকি তাঁকে স্মরণ করে হয়েছে দোয়া মাহফিল ও কাঙালি ভোজ। সেই আলমগীর হাওলাদারই হঠাৎ বাড়ি ফিরে এসে যেন ১৮ বছরের সব হিসাব ওলটপালট করে দিয়েছেন। পাথরঘাটার চরদুয়ানী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ছোট টেংরা গ্রামে আলমগীরের বাড়ি। তাঁর বাবার নাম মৃত সিকান্দার আলী হাওলাদার। স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ২০০৮ সালে অভাবের তাড়নায় স্ত্রী আমেনা বেগম ও ছোট ২ এর পাতায় দেখুন

শত শত শিক্ষকের শিক্ষক, দক্ষিণ বাংলার প্রখ্যাত বাংলা ভাষাপণ্ডিত ও ব্যাকরণবিদ বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজ, বাংলা বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

অধ্যক্ষ আ. খা. মো. আবদুর রব স্যারের লেখা

উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান শ্রেণির

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

বইটি অনন্য

বইটি প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে রচিত, তাই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রাপ্তিতে সহায়ক

সম্পাদনা করেছেন: বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের বাংলা ২য়পত্র বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক, সরকারি আগৈলঝাড়া কলেজের বাংলা প্রভাষক কবি, গবেষক ও সৃজনশীল গ্রন্থ প্রণেতা

পথিক মোস্তফা (এমফিল, ইবি)

বই পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন:
01718246162, 01712189338, 01712926836

গদ্য প্রকাশন, বরিশাল

বরিশাল নগরীর যেসব স্থানে বইটি পাওয়া যাচ্ছে

বুক ভিলা সদর রোড, বরিশাল 01932-314219	ইসলামিয়া লাইব্রেরি প্যারারাড, সদর রোড, বরিশাল 01711-264963	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868515	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868514
খন্দকার লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01711-047767	নিউ মাহবুব লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01763-107720	রহমান বুক হাউজ প্যারারাড, সদর রোড, বরিশাল 01718-670945	মজুমদার লাইব্রেরি অমৃত লাল দে কলেজের সামনে, বরিশাল 01716-139268
অমৃত লাইব্রেরি অমৃত লাল দে কলেজের পাশে, বরিশাল 01719-408049	নিউ কলেজ লাইব্রেরি বি.এম কলেজের সামনে 01726-074663	হক লাইব্রেরি বি.এম কলেজ মসজিদ গেটের পশ্চিম পাশে 01724-851658	আশরাফিয়া লাইব্রেরি বি.এম কলেজ মসজিদ গেট 01717-488083

বরিশালে মঞ্চমৈত্রী নাট্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব-২০২৬

ফজলে রাব্বি, হাতেম আলী কলেজ সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের একমাত্র নাট্যসংগঠন 'হাতেম আলী কলেজ নাট্যদল' এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যদল যৌথভাবে আয়োজন করতে যাচ্ছে 'মঞ্চমৈত্রী নাট্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব-২০২৬'। বরিশাল বিভাগের প্রথম দুই ক্যাম্পাস থিয়েটারের এই যৌথ উদ্যোগ সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে বলে ২ এর পাতায় দেখুন

ধর্ষণ মামলায় বরিশাল ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি গ্রেফতার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

ধর্ষণের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় বরিশাল জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নয়ন সরকার জয়কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) রাতে বরিশাল নগরীর কাউনিয়া প্রথম গলির বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী এক তরুণী। নয়ন সরকার জয় বরগুনা ২ এর পাতায় দেখুন

'জুলাই ছিলো আগুনমাখা, জুলাই ছিলো রক্ত'

মৌমিতা বিনতে মিজান

জুলাই কর্নার

আজ পহেলা আগস্ট। ২০২৪ সালের এই দিনে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) হেফাজতে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ককে মুক্তি দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে তিন জন ছয় দিন, দুজন পাঁচ দিন এবং একজন চার দিন ডিবিতে ছিলেন। তাদের ডিবি কার্যালয় থেকে গাড়িতে করে বাসায় পৌঁছে দেওয়া হয় ।ডিবি হেফাজত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ছয় সমন্বয়কের একজন সারজিস আলম ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন। সেখানে তিনি বলেন, ছয় দিন ডিবি হেফাজতে ২ এর পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয়

দুর্ভোগ কমাতে হবে

জাতীয় পরিচয়পত্র বা এনআইডি এখন নানা জরুরি কাজে ব্যবহৃত হয়। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, পাসপোর্ট তৈরি, জমি কেনাবেচা, সরকারি ভাতা গ্রহণ থেকে শুরু করে মোবাইল সিম কার্ড কেনা পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এনআইডি অপরিহার্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, কোটি কোটি নাগরিকের এই গুরুত্বপূর্ণ সনদে রয়ে গেছে অসংখ্য তথ্যবিভ্রাট। আর এই ভুলের খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। একটি তথ্য সংশোধন করতে গেলে নাগরিকদের মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এ ছাড়া রয়েছে দালালচক্রের দৌরাত্ম্য। অভিযোগ রয়েছে, সুযোগ বুঝে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও মোটা অঙ্কের ঘুষ দাবি করেন। খবরে জানা গেছে, এনআইডিতে একটি ভুল তথ্য সংশোধন করতে গিয়ে এক ব্রিটিশ-বাংলাদেশির পাঁচ বছর লেগেছে। ভুক্তভোগী সাবুল মিয়া এক-দুবার নয়, মোট চারবার আবেদন করেছেন। প্রতিবারই নতুন নতুন নথিপত্র চাওয়া হয়েছে। বারবার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, ‘কাজ হয়ে যাবে’; কিন্তু কাজ হয়নি। এ জন্য তাঁকে বারবার যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশে ছোটাছুটি করতে হয়েছে। অথচ তাঁর এনআইডিতে ভুল ছিল মাত্র একটি। তাঁর প্রকৃত বয়স ৮৭, কিন্তু এনআইডিতে লেখা হয় ৭৮। এতে তাঁর বয়স ৯ বছর কমে যায়। এই ভুল সংশোধনের জন্য তিনি প্রথমে যান সিলেট আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ে। সেখানেই তাঁকে পাঁচ বছর নাকানিচুবানি খেতে হয়েছে। অবশেষে চলতি বছর ২৪ মে নির্বাচন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে তাঁর কাজ সম্পন্ন হয়। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, সাবুল মিয়ার মতো তিক্ত অভিজ্ঞতা অনেকেরই। এখন ডিজিটাল যুগ। নানা ক্ষেত্রে আগের তুলনায় গতি এসেছে। সঠিক তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের অনেক সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই সময়ে এসে জাতীয় নাগরিকত্ব সনদ সংশোধনের প্রক্রিয়ায় এত অব্যবস্থাপনা, এত মন্থরগতি মেনে নেওয়া যায় না। এনআইডি সংশোধনের পুরো প্রক্রিয়াকে আরো সহজ, স্বচ্ছ এবং সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক করা এখন সময়ের দাবি। ভুলের ধরন অনুযায়ী ক্যাটাগরি ভাগ করে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা ১৫ বা ৩০ দিন বেঁধে দেওয়া যেতে পারে। এই সময়ের মধ্যে আবেদনটি নিস্পত্তি করতে কর্মকর্তারা বাধ্য থাকবেন। ওয়াকিফহাল মহলের অভিমত, এমন পদক্ষেপ ছাড়া সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমবে না। আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে এবং জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনে একটি কার্যকর ও নাগরিকবান্ধব ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

১ আগস্ট থেকে সব

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) গত ২৮ জুলাই এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ১১ জুন এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে। ১ আগস্ট থেকে গণপরিবহনের রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সনদ প্রদান বা নবায়নের সময় জিপিএস সংযোজনের প্রমাণপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মোবাইল অ্যাপে ডিভাইস সচল থাকার তথ্য বিআরটিএ কার্যালয়ে প্রদর্শন করতে হবে। জিপিএস ডিভাইসের কারিগরি বিবরণ বিআরটিএর স্থানীয় কার্যালয় এবং সংস্থাটির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর ধারা ২৫ এবং সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২-এর বিধি ৫৫ অনুযায়ী জিপিএস সংযুক্তি নিশ্চিত হওয়ার পরই গণপরিবহনের রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও ফিটনেস সনদ নবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছে বিআরটিএ। এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেছে সংস্থাটি।

আগামীর বাংলাদেশ তারেক

চালানোর পরীক্ষায় ফেল করেছেন। যে পরীক্ষায় ফেল করেছেন, এই পরীক্ষায় আর তাঁকে দ্বিতীয় বার বসানো উচিত না। বাংলাদেশ নামের বাসটির ড্রাইভার যদি ১৮ কোটি মানুষকে নিয়ে এক্সিডেন্ট করে, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।’ শুক্রবার সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) আয়োজিত জুলাই পথসভা কর্মসূচিতে দলের মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে পাটওয়ারী আরও বলেন, ‘আমাদের ইজ্জত নিয়ে আপনি ছিনিমিনি খেলছেন, আমাদের তরুণদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনি ছিনিমিনি খেলছেন, আমাদের মা-বোনদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনি ছিনিমিনি খেলছেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘তারেক রহমান, পুরো বাংলাদেশে আপনি নিতে পারেন, তবে নাসীরুদ্দীনকে কখনোই আপনি আপনার পকেটে নিতে পারবেন না।’ সেই সঙ্গে বিএনপি প্রসঙ্গে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আন্দোলনে দলটির উপস্থিতি অস্বীকারের সুযোগ নেই, তবে পাঁচ তারিখের পরে লুটপাটগুলা তাঁরা করেছিল, এটাও তাঁদের অস্বীকার করার জো নাই।’ তিনি সিএনজি স্ট্যান্ড, বাস স্ট্যান্ড ও বাজারঘাট দখলের অভিযোগও তোলেন বিএনপির বিরুদ্ধে। এ সময় কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক উবায়েদ আহমেদকে উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন পাটওয়ারী। একই পথসভায় সারজিস আলম বলেন, হবিগঞ্জে এনসিপির ওপর হামলা হয়েছে, কিন্তু মৌলভীবাজারে ছাত্রদল তাঁদের সঙ্গে দেখা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। তিনি বলেন, ‘আপনি ছাত্রদল কেন, আপনি আরেকটা ফেরাউন হলেও আপনার বিরুদ্ধে আমরা কথা বলব, ইনশাআল্লাহ। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।’ হবিগঞ্জের ঘটনার বিষয়ে সারজিস আলম বলেন, ‘আমাদের কাছে স্পষ্ট তথ্য আছে, হবিগঞ্জ জেলা ছাত্রদলেরও সবাই এটাকে সমর্থন করে নাই। ওইখানকার যে এমপি গউস, তিনি এবং তাঁর হুকুমে যারা চলে, ছাত্রদলের ওই অংশটা ওই জায়গায় নগ্নভাবে সন্ত্রাসীদের মতো আমাদের ওপর হামলা করেছে।’ সারজিস আলম আরও বলেন, ‘আমাদের আগামী লড়াইটা দলীয় লড়াই না। এটা বিএনপি, এনসিপি, জামায়াতের লড়াই না। এই লড়াইটা হচ্ছে ভালো আর মন্দের মধ্যে লড়াই। ন্যায় আর অন্যায়ের মধ্যে লড়াই।’ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও বিএনপির রাজনীতি নিয়েও বক্তব্য দেন সারজিস আলম। তিনি বলেন, ‘২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের রাজনীতির কবর রচিত হয়েছে।’ একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘যেই দল ১৭ বছর জুলুমের শিকার, যেই দল আমার সঙ্গে জুলাইয়ে একসঙ্গে আন্দোলন করল, সেই দল যদি নতুন করে স্বৈরাচার হয়ে উঠতে চায়, আমরা বলে দিচ্ছি, আমরা সেই দলকে স্বৈরাচার হইতে দেব না।’ সভায় বিশেষ অতিথি হয়েছে বক্তব্য দেন জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় নারী শক্তির সদস্য সচিব মাহমুদা মিতু। আরও বক্তব্য দেন এনসিপির সিলেট জেলার আহ্বায়ক জুনেদ আহমদ, জেলার সদস্যসচিব প্রকৌশলী কামরুল আরিফ, মহানগরীর সদস্যসচিব কিবরিয়া সারোয়ার এবং কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার আহ্বায়ক উবায়েদ আহমেদ।

বাংলাদেশে আর কোনো সন্ত্রাসী

আমরা আর কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কিংবা ফ্যাসিবাদের ছায়া দেখতে চাই না। জনগণের রক্ত ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যে ফ্যাসিবাদ বিদায় হয়েছে, সেই ফ্যাসিবাদের পুনরাবৃত্তি এ দেশের মানুষ কখনো মেনে নেবে না, বরদাশতও করবে না। শুক্রবার (৩১ জুলাই) বিকালে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে হবিগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ‘জুলাই পদযাত্রা’ কর্মসূচি শেষে ছাত্রদল হামলায় গুরুতর আহত হয়ে এক চোখের দৃষ্টিশক্তি হারানো কিশোর আলিফ চৌধুরীকে দেখতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় তিনি আলিফের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে তার চিকিৎসার অগ্রগতি জানেন। তিনি আলিফ ও তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেন এবং তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় এই নেতা বলেন, হবিগঞ্জে এনসিপির জুলাই পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হামলার ঘটনায় আমি পুনরায় তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। তিনি বলেন, যারা এ নৃশংস হামলার সঙ্গে জড়িত, তাদের অবিলম্বে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ২০২৪ পরিবর্তিত বাংলাদেশেও এ ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতা সংঘটিত হওয়া অত্যন্ত হতাশাজনক। তিনি বলেন, আমরা দেখতে চাই সরকার এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত, তারা যেই দলেরই হোক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে সমানভাবে আইন প্রয়োগ করতে হবে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, হামলার শিকার ব্যক্তিরা বিচার চাইতে গিয়ে মামলা দায়ের করতেও নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন। বহু চেষ্টা-তদবিরের পর মামলা গ্রহণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারের দায়িত্ব আইনের শাসন নিশ্চিত করা। কিন্তু যদি ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার পেতেই সংগ্রাম করতে হয়, তাহলে জনগণের মধ্যে আইনের প্রতি আস্থা কীভাবে তৈরি হবে? সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে তিনি বলেন, সরকার জনগণের নিরাপত্তার রক্ষক। কিন্তু যদি তারা সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে জনগণের উদ্বেগ বাড়বে। আমরা ব্যর্থতার ব্যাখ্যা শুনতে চাই না; আমরা বাস্তব পদক্ষেপ দেখতে চাই। সরকারকে কথায় নয়, কাজে প্রমাণ করতে হবে যে এই দেশ সকল নাগরিকের এবং আইন সবার জন্য সমান। তিনি সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের একজন মন্ত্রীর দুর্নীতি ও প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়ে দেওয়া মন্তব্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, যদি সরকারের ভেতর থেকেই বলা হয় যে দুর্নীতি বেড়েছে এবং কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হয়নি, তাহলে জনগণের স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে-এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে কীভাবে? জনগণ অজুহাত নয়, কার্যকর ব্যবস্থা প্রত্যাশা করে।

উগ্রবাদ ও মৌলবাদকে কোনোভাবেই

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী এবং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তার ভাষ্য, দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে ধর্মীয় অধিকারসহ সব নাগরিকের অধিকারই সুরক্ষিত থাকবে। শুক্রবার (৩১ জুলাই) রাজধানীতে সনাতন পরিষদ আয়োজিত ‘সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা ও প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী বিজন কান্তি সরকার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্যের শুরুতে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, বাংলাদেশ বহু শতাব্দীর সম্প্রীতির দেশ। এখানে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের প্রশ্ন আসা উচিত নয়। এই ভূখণ্ডে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করে আসছেন। তিনি জানান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল এ দেশের মানুষের স্বাধীনতা, মুক্তি ও অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে মানুষের বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করাই ছিল সেই সংগ্রামের উদ্দেশ্য। কিন্তু স্বাধীনতার পর সেই গণতান্ত্রিক চেতনা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। মির্জা ফখরুল উল্লেখ করেন, স্বাধীনতার পর দায়িত্বপ্রাপ্তরা গণতন্ত্রের পরিবর্তে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার মতে, দেশের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে না পারা। গণতন্ত্র থাকলে নাগরিকের ব্যক্তিগত, ধর্মীয় ও সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষিত থাকতো। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিষয়ে সরকারের পদক্ষেপ তুলে ধরে তিনি বলেন, এই সরকার প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী হিসেবে একজনকে নিয়োগ দিয়েছে, যিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিষয়গুলো দেখভাল করছেন। এ নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংগঠনের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়েছে। সনাতন পরিষদের সঙ্গে এটাই প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক হলেও অন্য সংগঠনগুলোর সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা হয়েছে। বিএনপি অতীতে বিরোধীদলে থাকাকালে জন্মাষ্টমী ও দুর্গাপূজাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় আয়োজনে অংশ নিয়েছে উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, এবার জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য দেওয়া মনোনয়নের মধ্যে সনাতন ধর্মাবলম্বী, মতুয়া সম্প্রদায়, সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সবাইকে নিয়ে রাজনীতি করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেটিকেই তাদের ‘৩১ দফার রেইনবো স্টেট’ ধারণা হিসেবে দেখা হচ্ছে। সভায় উত্থাপিত বিভিন্ন সমস্যার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এর অধিকাংশই বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার আগের ঘটনা। সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সব ধর্মের মানুষের জীবন, সম্পদ ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষায় সচেতনভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

জুলাই ছিলো আগুনমাখা

ছয় জনকে আটকে রাখা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের পুরো তরুণ প্রজন্মকে আটকে রাখবেন কীভাবে। যত দিন গণগ্রেফতার, জুলুম ও নির্যাতন চলবে, তত দিন শিক্ষার্থীদের আন্দোলনও চলবে। সব হত্যার বিচার এবং চলমান হত্যা, সহিংসতা, গণগ্রেফতার আর হয়রানি বন্ধের দাবিতে ১ আগস্ট রাজপথে নামেন শিল্পীরা। সকাল ১১টায় শিল্পীদের মানববন্ধনে দাঁড়ানোর কথা ছিল মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ তথা জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে। পৌনে ১১টার দিকে খামারবাড়ি মোড়ে এসে পুলিশি বাধায় আটকে যান তারা। পরে সংসদ ভবনের সামনে যাওয়ার পথ রুদ্ধ হওয়ার পর খামারবাড়ি মোড় থেকে বৃষ্টিতে ভিজে উপস্থিত শিল্পীরা ব্যানার হাতে স্লোগান দিতে দিতে এসে দাঁড়ান ফার্মগেটে সেজান পয়েন্টের সামনে, রাজপথে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করে সরকার। আইনি প্রক্রিয়া শেষে ১ আগস্ট বিকালে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এর মধ্য দিয়ে দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির সাম্প্রতিককালে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সরাসরি এবং উসকানির মাধ্যমে জড়িত ছিল বলে সরকারের কাছে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। সরকার বিশ্বাস করেড় জামায়াতে ইসলামী, শিবিরসহ এর সব অঙ্গসংগঠন সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত। এছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে ১৬ জুলাই থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ঘটনায় মৃত্যু, সহিংসতা, নাশকতা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা তদন্তে হাইকোর্ট বিভাগের তিন বিচারপতির সমন্বয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করে। সারাদেশে ছাত্র-জনতার ওপর হত্যা, গণগ্রেপ্তার, হামলা-মামলা, গুম-খুন ও শিক্ষকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে এবং ৯ দফা দাবি আদায়ে বৃহস্পতিবার ‘রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ’ কর্মসূচি পালন করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। দৃশ্যমাধ্যম শিল্পীসমাজ কোটা সংস্কার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ৯ দফা দাবির সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ২ আগস্ট শুক্রবার ‘প্রার্থনা ও ছাত্র-জনতার গণমিছিল’ কর্মসূচি ঘোষণা করে।

ধর্ষণ মামলায় বরিশাল ছাত্র

জেলার বাসিন্দা নারায়ণ সরকারের ছেলে ও বরিশাল জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি। তিনি বরিশাল নগরীর কাউনিয়া প্রথম গলিতে ভাড়া বাসায় বসবাস করেন এবং বিএম কলেজের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। মামলার অভিযোগে তরুণী উল্লেখ করেন, জয়ের সঙ্গে ২০২৪ সালে প্রেমের সম্পর্ক শুরু হয়। এরপর তিনি বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক করেন। গত ছয় মাস ধরে বিয়ের কথা বললে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে এখন লাপাত্তা রয়েছেন নয়ন। তার মা আমাকে বউ হিসাবে মেনে নেবেন না বলে জানিয়েছেন। তরুণীর অভিযোগ, গ্রেফতারের আগে জয় পলাতক অবস্থায় থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিগত ছবি ছড়িয়ে দিয়েছেন। এছাড়া মামলা তুলে নিতে বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করেন। কোতোয়ালী মডেল থানার ওসি আল মামুন ইসলাম বলেন, ধর্ষণের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়েরের প্রেক্ষিতে নয়ন সরকারকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মৃত ভেবে কাঙালি ভোজ, ১৮ বছর

মেয়ে খাদিজাকে নিয়ে ঢাকায় চলে যান আলমগীর। সেখানে তিনি শ্রমিকের কাজ করতেন। স্ত্রী আমেনা কাজ করতেন একটি গার্মেন্টসে। সংসারের চাকা সচল রাখতে দুজনই ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সেই ব্যস্ত জীবনের মাঝেই নেমে আসে এক নির্মম অন্ধকার। আলমগীরের ভাষ্য, ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসের কোনো একদিন ঢাকার পোস্তগোলা এলাকায় কাজের সন্ধানে বের হলে একটি অপহরণকারী চক্র তাঁকে মাইক্রোবাসে তুলে নেয়। গাড়িতে ওঠানোর পর তাঁর হাত-পা ও চোখ বেঁধে ফেলা হয়। এরপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় অজ্ঞাত একটি স্থানে, উঁচু দেয়ালঘেরা একটি প্রতিষ্ঠানে। আলমগীর দাবি করেন, সেখানে তাঁর মতো আরও প্রায় ৩০ জন মানুষ ছিলেন। তাঁদের দিয়ে প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করানো হতো। কিন্তু কোনো বেতন, ভাতা কিংবা কোনো ধরনের পারিশ্রমিক দেওয়া হতো না। পর্যাপ্ত খাবারও মিলত না। ভালো খাবার বলতে মাঝে মাঝে পাতলা ডাল আর আলু ভর্তাই ছিল তাঁদের ভরসা। এভাবেই অন্ধকার জীবনের ১৮টি বছর কেটে যায় তাঁর। এদিকে দীর্ঘদিন খোঁজ করেও আলমগীরের সন্ধান না পেয়ে তাঁর স্ত্রী আমেনা বেগম অন্যত্র বিয়ে করে নতুন সংসার শুরু করেন। একমাত্র মেয়ে খাদিজা বাবার অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন মানুষের বাড়িতে ঝির কাজ করে বড় হতে থাকেন। একসময় তাঁরও বিয়ে হয়ে যায়। কোথায় তাঁর বিয়ে হয়েছে, সেটিও জানেন না আলমগীর। ছেলের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে পাঁচ বছর আগে মারা যান আলমগীরের বাবা-মা। ছেলের ফিরে আসার খবর তাঁরা আর শুনতে পারেননি। বর্তমানে আলমগীরের সংসারে রয়েছেন শুধু এক ভাই। তিনিও নিজের পরিবার নিয়ে ব্যস্ত। দীর্ঘ নির্যাতন ও মানসিক আঘাতের পর গ্রামের বাড়িতে ফিরে আলমগীর বেশির ভাগ সময় নীরব থাকছেন। তাঁকে দেখে মনে হয়, ১৮ বছরের অন্ধকার সময় তাঁর স্বাভাবিক জীবনের অনেক কিছুই কেড়ে নিয়েছে। সদ্য বাড়ি ফেরা আলমগীরের ভাষ্য, গত ২৮ জুলাই গভীর রাতে ঢাকার পোস্তগোলা ব্রিজের পাশে তাঁকে সহ ৩০ জনকে চোখ বাঁধা অবস্থায় ফেলে যায় দুর্বৃত্তরা। সকালে তাঁরা যে যার মতো বিভিন্ন স্থানে চলে যান। আলমগীরের পকেটে কোনো টাকা না থাকায় রাস্তায় ঘুরতে থাকা এক ব্যক্তি তাঁকে এক দিনের জন্য বালুর জাহাজে ৫০০ টাকা মজুরিতে কাজের সুযোগ করে দেন। সেই টাকা দিয়েই কোনো রকমে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। ২৯ জুলাই বাড়িতে পৌঁছালে স্বজন, প্রতিবেশী ও এলাকাবাসীর মধ্যে সৃষ্টি হয় আবেগঘন পরিস্থিতি। দীর্ঘদিন পর হারিয়ে যাওয়া মানুষটিকে ফিরে পেয়ে অনেকে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। কীভাবে ছাড়া পেলেন, এমন প্রশ্নের জবাবে আলমগীর দাবি করেন, সরকার পরিবর্তনের পর সম্ভবত অপহরণকারীরা নিজেদের বাঁচাতে ভয় পেয়ে তাঁদের ছেড়ে দিয়েছে। আলমগীরকে মৃত ভেবে তাঁর পরিবার ও এলাকাবাসী বিভিন্ন সময় মিলাদ, দোয়া মাহফিল এবং মসজিদে দোয়ার আয়োজন করেছিলেন। এমনকি তাঁর স্মরণে কাঙালি ভোজেরও আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

নিজ কক্ষে মিলল যুবকের

কয়েক মাস ধরে তিনি রাতে ঘুমাতে পারতেন না এবং মাথার যন্ত্রণায় প্রায়ই চিৎকার করতেন। কিছুদিন আগে তাকে বরিশালের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। এর আগে একাধিকবার পাবনা মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন স্বজনরা। নিহতের বড় ভাই মো. নাছির উদ্দিন জানান, রাতে খাবার খেয়ে নিজ কক্ষে ঘুমিয়ে পড়েন মিজানুর রহমান। রাত সাড়ে ১২টার দিকে মাথার যন্ত্রণায় কিছু সময় চিৎকার করলেও পরে আবার ঘুমিয়ে পড়েন। শুক্রবার তার বোন ঘুম থেকে ডাকার জন্য কক্ষে গিয়ে তাকে ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলতে দেখেন। পরে তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে বিষয়টি রাজাপুর থানায় জানায়। খবর পেয়ে রাজাপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে এবং প্রাথমিক সুরতহাল সম্পন্ন করে। রাজাপুর থানার ওসি সুজন বিশ্বাস জানায়, পরিবারের কোন অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বরিশালে মঞ্চমৈত্রী নাট্য ও

আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। উৎসবের আহ্বায়ক ও হাতেম আলী কলেজ নাট্যদলের সভাপতি মাহমুদ-উন-নবী বলেন, “এই উৎসবের মাধ্যমে দুই ক্যাম্পাসের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর পরিসরে নাট্যচর্চা, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ‘মঞ্চমৈত্রী’ শুধু একটি উৎসব নয়, এটি দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহযোগিতা ও শিল্পচর্চার প্রতীক।” তিনি আরও বলেন, “আমরা চাই বরিশালের তরুণ সমাজ নাটক ও সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা এবং সামাজিক সচেতনতার বিকাশ ঘটাক। এই উৎসব সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।” বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যদলের সভাপতি রেদোয়ান শুভ বলেন, “দুই ক্যাম্পাসের এই যৌথ আয়োজন আমাদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নাটক কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি সমাজ পরিবর্তন, সচেতনতা সৃষ্টি এবং মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের শক্তিশালী হাতিয়ার। আমরা বিশ্বাস করি, এই উৎসব দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে এবং বরিশালের নাট্যচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।” উৎসবের মূল স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে “মঞ্চ হোক মিলনের শিল্প, হোক প্রেরণার।” আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, উৎসবে নাট্য পরিবেশনা, সংগীত, আবৃত্তি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাট্যবিষয়ক কর্মশালা এবং শিল্প-সাহিত্যভিত্তিক বিভিন্ন আয়োজন থাকবে। এতে দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বরিশালের সংস্কৃতিপ্রেমী দর্শকদেরও অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। আয়োজকদের প্রত্যাশা, ‘মঞ্চমৈত্রী নাট্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব-২০২৬’ শুধু দুই ক্যাম্পাসের সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ়? করবে না, বরং বরিশাল বিভাগের নাট্য আন্দোলন ও সংস্কৃতি চর্চায় নতুন গতি সঞ্চার করবে। একই সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নাটক, শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে একটি সৃজনশীল, মানবিক ও সংস্কৃতিমনা সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিএনপি নেতাসহ ১৫ জনের

যায়, বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) বিকেলে ফরিদ উদ্দিন তালুকদার তার স্ত্রী মর্জিনা বেগম (৪০) ও ছেলে আলিফ তালুকদারকে (২৩) সঙ্গে নিয়ে বাউফল প্রেস ক্লাবে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। সভা শেষে সন্ধ্যার দিকে প্রেস ক্লাব থেকে বের হওয়ার সময় ক্লাবের সামনের সড়কে মাসুম বিল্লাহ ওরফে হাজি পলাশের নেতৃত্বে একদল ব্যক্তি তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে তিনজনই আহত হন। খবর পেয়ে বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। জানা গেছে, ওই মতবিনিময় সভায় ফরিদ উদ্দিন তালুকদার নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। একই পদে প্রার্থী হওয়ার আগ্রহ রয়েছে মাসুম বিল্লাহ ওরফে হাজি পলাশেরও। এর পরপরই হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে মাসুম বিল্লাহ ওরফে হাজি পলাশ বলেন, ‘আমি এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত নই। বরং ফরিদ উদ্দিন তালুকদার, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জাহাঙ্গীর তালুকদার এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-দপ্তর সম্পাদক সফল মাস্টারের নেতৃত্বে আমার ওপর হামলা করা হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে করা মামলাটি মিথ্যা।’ বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সিরাজুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে ভুক্তভোগীদের উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় ১৫ জনকে আসামি করে মামলা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

গণমাধ্যম কমিশন গঠনে কাজ

একটি শক্তিশালী হাতিয়ার থাকবে। একই সঙ্গে অসৎ সাংবাদিকদের জন্য এটি দুঃসংবাদে পরিণত হবে। তিনি আরও বলেন, গণমাধ্যমকে আরও দায়িত্বশীল, জবাবদিহিমূলক ও পেশাদার করতে সরকার কাজ করছে। এ লক্ষ্যেই গণমাধ্যম কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বরিশাল টেলিভিশন ও মাল্টিমিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন, বিটিএমএ’র সভাপতি হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিটিএমএ’র সাধারণ সম্পাদক আকতার ফারুক শাহিন। বরিশাল সাংবাদিক নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি নিকুঞ্জবালা পলাশ, সাধারণ সম্পাদক শাহীন হাফিজ, সংবাদপত্র সম্পাদক পরিষদের সভাপতি কাজী মিরাজ মাহমুদ, দৈনিক শাহানামা সম্পাদক কাজী আজাদ, সালেহ টিটু (বাংলাভিশন), শাহিন হাসান (নাগরিক টিভি), শাহিন হাফিজ (ইত্তেফাক), শাওন খান (জাগো নিউজ), শেখ শামীম (মোহনা টিভি) ও খন্দকার রাকিব (বরিশাল ক্রাইম নিউজ)। সভায় সাংবাদিক নেতারা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা, ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং গণমাধ্যমের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তথ্যমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান।

ইউরোপের পর এবার

প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে এমন যেকোনো উদ্যোগ নতুন করে ভাবা উচিত। এর আগে একই ধরনের আপত্তি জানিয়েছিল ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা এবং উত্তর ও মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের সংস্থা কনকাকাফ। এএফসিও তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করায় ইনফান্তিনোর প্রস্তাব বড় ধরনের চাপে পড়েছে। এএফসির অবস্থান ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিফার দীর্ঘদিনের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা কার্লোস কর্ডেইরো পদত্যাগ করেন। তিনি এই পরিকল্পাকে ‘ফুটবলের ভবিষ্যৎ বন্ধক রাখার শামিল’ এবং ‘ভুল চুক্তি’ বলে মন্তব্য করেন। ফিফার পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিশ্ব ফুটবলের প্রধান প্রতিযোগিতাগুলো পরিচালনার জন্য একটি আলাদা বাণিজ্যিক সহযোগী প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রাইভেট ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠান থ্রাইভ ইটার্নাল-এর মতো বিনিয়োগকারীদের সংখ্যালঘু অংশীদার হওয়ার সুযোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক জেপি মরগানের তৈরি প্রস্তাবে সদস্য দেশগুলোর আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির কথা বলা হলেও, ফুটবলের নিয়ন্ত্রণ ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিভিন্ন মহাদেশীয় সংস্থা। ফিফার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, এই প্রস্তাব পাস করতে ২১১ সদস্য দেশের মধ্যে অন্তত ১০৬টি ভোট প্রয়োজন। কিন্তু উয়েফার ৫৫, কনকাকাফের ৩৫ এবং এএফসির ৪৬ সদস্য এই তিন কনফেডারেশনের সম্মিলিত ভোটই ১৩৬। ফলে তারা যদি একজোট থাকে, তাহলে প্রস্তাবটি অনুমোদনের সম্ভাবনা কার্যত খুবই ক্ষীণ। এএফসি আরও অভিযোগ করেছে, সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে পর্যাপ্ত আলোচনা ছাড়াই এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্যোগ ফিফার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার দুর্বলতাই তুলে ধরেছে। অন্যদিকে উয়েফা আগেই সতর্ক করে জানিয়েছে, পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে তারা বিশ্বকাপ বয়কটের মতো কঠোর অবস্থানও বিবেচনা করতে পারে। যদিও ফিফার দাবি, তারা ‘ফুটবল বিক্রি’ করতে চায় না এবং পুরো বিষয়টি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। সংস্থাটির ভাষ্য, এই উদ্যোগের লক্ষ্য সদস্য দেশগুলোর জন্য দীর্ঘমেয়াদে আরও বেশি অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করা। তবে বিশ্বের তিনটি বড় কনফেডারেশনের প্রকাশ্য বিরোধিতার মুখে ইনফান্তিনোর এই উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চয়তার মুখে।

ভারতে বসে রাজনৈতিক

করা হতে পারে। এদিকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কমিটিকে জানায়, শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য ঢাকার পাঠানো অনুরোধ ভারতের প্রচলিত আইন ও নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পর্যালোচনা করছে। সংসদীয় কমিটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, শেখ হাসিনাকে ভারতে অবস্থানের সুযোগ দেওয়া হয়েছে দেশটির মানবিক ঐতিহ্য ও সংকটাপন্ন ব্যক্তিদের আশ্রয় দেওয়ার দীর্ঘদিনের নীতির আলোকে। তবে একইসঙ্গে ভারত কঠোরভাবে এ নীতি অনুসরণ করছে যে, তার ভূখণ্ড থেকে অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যাবে না। ‘ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক প্রতিবেদনে সংসদীয় কমিটি সরকারকে মানবিক ও নীতিনিষ্ঠ অবস্থান বজায় রাখার পাশাপাশি এ ধরনের সংবেদনশীল পরিস্থিতি সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনার সুপারিশ করেছে। এ ছাড়া বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য দ্রুত স্বাভাবিক ভিসা কার্যক্রম চালুরও আহ্বান জানিয়েছে কমিটি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়াকরণ কমে যাওয়ায় দুই দেশের জনগণের মধ্যে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হচ্ছে এবং তা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কেও প্রভাব ফেলছে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নিরাপত্তাজনিত কারণে পর্যটক ভিসা স্থগিত করার প্রায় দুই বছর পর, ২০২৬ সালের ২৮ জুন বাংলাদেশিদের জন্য আবারও পর্যটক ভিসা চালু করে ভারত। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির মেয়াদ চলতি বছর শেষ হওয়ার কথা উল্লেখ করে সংসদীয় কমিটি ঢাকা-দিল্লির মধ্যে দ্রুত নবায়ন আলোচনা শুরু করার সুপারিশ করেছে। কমিটির মতে, চুক্তি নবায়নের ক্ষেত্রে হালনাগাদ জলপ্রবাহের তথ্য, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার বিষয়টি ভারতের কূটনৈতিক সম্পৃক্ততার একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অব্যাহতভাবে বিবেচনায় রাখা উচিত।

হাম ও ডেঙ্গু রোগী ২০ হাজারে

৪ হাজার ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী সরকারী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, তারমধ্যে গত একমাসেই প্রায় ১৮শ রোগী ভর্তি হয়েছেন। এমনকি ইতোমধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্ত যে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে সরকারী হাসপাতালগুলোতে, তার মধ্যে ৬ জনই মারা গেছেন জুলাই মাসে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এ পরিসংখ্যান থেকে ডেঙ্গু সংক্রমণ ঝুঁকিপূর্ণভাবে বাড়ছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ। অপরদিকে ইতোমধ্যে সারা দেশের মত বরিশালেও হাম সংক্রমণ অনেকটা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলেও তা থেকে আপাতত পরিত্রাণের তেমন পথ খোলা দেখছেন না বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ। বরিশাল মহানগরী সহ এ অঞ্চলের ঝুঁকিপূর্ণ ৫টি উপজেলায় হাম’র বিশেষ টিকা প্রদান ছাড়াও সারা দেশের সাথে বরিশাল অঞ্চলের ৪২টি উপজেলাতেই ৫ বছর পর্যন্ত বয়সি শিশুদের হাম প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তার পরেও এ রোগের বিস্তৃতি থামছেই না। শুধুমাত্র বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই এপর্যন্ত প্রায় ৫ হাজার সন্দেহভাজন হাম আক্রান্ত শিশুকে ভর্তি করা হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের সর্ববৃহৎ এ সরকারী হাসপাতালটির শিশু বিভাগের ৭৫টি শয্যার বিপরীতে এখন প্রতিদিন গড়ে ৪ শতাধিক শিশু চিকিৎসাধীন থাকছে। হাসপাতালটির মেঝেতেও কোন স্থান ফাঁকা নেই। বরিশাল অঞ্চলে সব জেলা ও উপজেলা হাসপাতালেরই একই চিত্র। এমনকি হামের চিকিৎসায় হাসপাতালে ‘নিবিড় পর্যবেক্ষণ ইউনিট-আইসিইউ’র কোন বিকল্প না থাকলেও এ অঞ্চলে শুধুমাত্র বরিশালে শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ছাড়া তা অন্য কোথাও আইসিইউ নেই। ফলে হামের চিকিৎসাও চলছে অনেকটাই জোড়াতালি দিয়েই। অপরদিকে মধ্য বর্ষায় ডেঙ্গুও আবার গত কয়েকটি বছরের মত দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করেছে। ইতোমধ্যে ডেঙ্গু নিয়ে সরকারী হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যাটা প্রায় ৪ হাজারের কাছে। আর এসব হাসপাতালেই মারা গেছেন ৭জন ডেঙ্গু রোগী। তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, যে পরিমাণ ডেঙ্গু ও হাম রোগী সরকারী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে, তার অন্তত ৫গুণ বিভিন্ন ডাক্তারের চেম্বারে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় পরিচালক সহ আরো একাধিক দায়িত্বশীল মহলের মতে, শিশুদের মাঝে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি টিকা প্রদান না করলে খুব সহসা হাম থেকে নিষ্কৃতির কোন সুযোগ নেই। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে হামের টিকা থেকে বাদ পড়া শিশুদের খুঁজে টিকা প্রদানের একটি নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করার কথাও জানিয়েছেন পরিচালক। পাশাপাশি ডেঙ্গু প্রতিরোধে এডিস মশার লার্ভা সহ বংশ নিধনে ব্যক্তি সচেতনতার পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকেও নিবিড়ভাবে কাজ করার তাগিদ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় পরিচালক।

ধর্ম-বর্ণের নামে কোনো চক্রান্ত

ভূমিকার ওপর। জনগণ যতদিন মনে করবে কোনো দল তাদের স্বার্থ ও উন্নয়নের জন্য কাজ করছে, ততদিন সেই দলই মানুষের আস্থা ও সমর্থন পাবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ। এ দেশের মানুষ যুগে যুগে সব ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করেছে। সেই ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন, বরিশাল জেলা পরিষদের প্রশাসক আকন কুদ্দুসুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নুরুল আলম ফরিদ, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাবেক সভাপতি রাখাল চন্দ্র দে এবং ‘সাদা মনের মানুষ’ হিসেবে পরিচিত বিজয় কৃষ্ণ দে। এ ছাড়া জেলা ও কেন্দ্রীয় পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিসহ সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের বিপুলসংখ্যক সদস্য সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বরিশাল জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মানিক লাল মুখার্জী।

কুয়াকাটায় জেলে জালে ২৯ কেজির

ফিস মৎস্য আড়তে আনা হলে সেটি দেখতে ভিড় করেন উৎসুক মানুষ। জানা যায়, গত ২৮ জুলাই কুয়াকাটা সংলগ্ন পায়রা বন্দরের মূল চ্যানেলের কাছাকাছি বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার সময় এফবি সজিব ট্রলারের জালে মাছটি ধরা পড়ে। পরে ট্রলারের মাঝি জীবন মাঝি সেটি বিক্রির জন্য কুয়াকাটা মাছ বাজারে নিয়ে আসেন। এত বড় টুনা মাছ দেখে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। অনেকেই জানান, কুয়াকাটা এলাকায় এর আগে এত বড় ইয়েলোফিন টুনা বিক্রির জন্য আসতে দেখেননি। মাছ কিনতে আসা বেলাল হোসেন বলেন, এত বড় টুনা মাছ আগে কখনো দেখিনি। সত্যিই এটি ব্যতিক্রমী একটি মাছ। মনি ফিস মৎস্য আড়তের ব্যবস্থাপক মিজান জানান, উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে মাছটি প্রতি কেজি এক হাজার ৪০০ টাকা দরে মোট ৪০ হাজার ৪৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। তাদের আড়তে এর আগে এত বড় ইয়েলোফিন টুনা বিক্রি হয়নি বলেও জানান তিনি। মাছটি কিনেছেন কুয়াকাটা মাছ বাজারের ব্যবসায়ী ইসমাইল। তিনি বলেন, এটি উন্নত মানের ইয়েলোফিন টুনা। বাজারে এ মাছের ভালো চাহিদা রয়েছে। আশা করছি, লাভজনক দামে বিক্রি করতে পারব।” এফবি সজিব ট্রলারের মাঝি জীবন মাঝি বলেন, তিন দিন আগে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাই। পায়রা বন্দরের মূল চ্যানেলের কাছাকাছি জাল ফেলতেই এই বড় টুনা মাছটি ধরা পড়ে। ভালো দামে বিক্রি করতে পেরে আমরা খুশি। ব্লু অ্যাকশন ফান্ডের অর্থায়নে পরিচালিত ডব্লিউসিএস (WCS) ও ওয়ার্ল্ডফিশের ‘সুস্থ সাগর’ প্রকল্পের গবেষণা সহকারী মো. বখতিয়ার রহমান বলেন, ইয়েলোফিন টুনা (Thunnus albacares) একটি বৃহৎ আকারের পরিযায়ী সামুদ্রিক পেলাজিক মাছ। এটি বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্র, বিশেষ করে বাংলাদেশের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল (ঊঊত) ও সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড এলাকায় পাওয়া যায়। বিশ্ববাজারে এ মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং এটি উচ্চমানের প্রোটিন ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডসমৃদ্ধ একটি মূল্যবান সামুদ্রিক মাছ। তাই এ প্রজাতির টেকসই আহরণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা জরুরি। কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, ইয়েলোফিন টুনা বিশ্বের ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় মহাসাগরের গভীর জলের দ্রুতগতির মাছ। পূর্ণবয়স্ক একটি মাছ প্রায় ২ দশমিক ৪ মিটার লম্বা এবং ২০০ কেজি পর্যন্ত ওজনের হতে পারে।

কুয়াকাটা ভ্রমণে গিয়ে সড়ক

শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে ফেরার পথে পটুয়াখালী শহর অতিক্রম করে শিয়ালী এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ঢাকা থেকে কুয়াকাটাগামী গ্রিন লাইন পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস জাহিদের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। পরে তাকে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। পটুয়াখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান এসব তথ্য নিশ্চিত করে জানান, দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি জব্দ করা হয়েছে। তবে বাসটির চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছেন। তাদের আটকের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াও চলমান।

বৃষ্টিভেজা রাতে গৃহবধূর ‘প্রেসার

ধরে ওই গৃহবধূর সঙ্গে গ্রাম্য চিকিৎসক শফিউল্লাহর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তারা জানান, সেদিন রাতে গৃহবধূর মামা শ্বশুরসহ স্বজনরা তাদের একসঙ্গে দেখতে পেয়ে চিকিৎসককে আটকানোর চেষ্টা করলে তিনি দৌড়ে পালিয়ে যান। পরে বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্যের উদ্যোগে দুই দফা সালিস বৈঠক হলেও কোনও সমাধান হয়নি। এদিকে ওই গৃহবধূ জানান, তার স্বামী ঢাকায় একটি করাতকলে দিনমজুরের কাজ করেন। অভাবের কারণে তিনি দুই সন্তান নিয়ে বাবার বাড়িতে থাকতেন। তার দাবি, ওই চিকিৎসক বিভিন্ন সময় ফোন করে তাকে বিরক্ত করতেন এবং স্বামীকে ছেড়ে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিতেন। তার অভিযোগ, ঘটনার রাতে তিনি দরজা খুলতেই ওই চিকিৎসক ‘জোরপূর্বক’ ঘরে প্রবেশ করে তাকে জড়িয়ে ধরেন। এ সময় স্বজনরা এসে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে অভিযুক্ত চিকিৎসক জানান, গভীর রাতে ওই গৃহবধূ অসুস্থ হয়ে ফোন করে তাকে ডাকেন। তিনি দাবি করেন, গৃহবধূর রক্তচাপ (প্রেসার) বেড়ে যাওয়ার খবর পেয়ে চিকিৎসা দিতে সেখানে গিয়েছিলেন। তার দাবি, ঘরে ঢোকার কিছুক্ষণ পর স্থানীয়রা এসে তাকে ঘিরে ধরে ভিডিও ধারণ শুরু করলে ভয়ে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান। তিনি জানান, ওই পরিবারে তিনি আগে থেকেই আর্থিক সহায়তা করতেন এবং গৃহবধূকে বিভিন্ন সময় টাকা ধার দিয়েছিলেন। স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, “গ্রাম্য চিকিৎসক ও ওই গৃহবধূর মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে এলাকায় আগে থেকেই নানা আলোচনা ছিল। গত ২৯ জুলাই রাতে দুজনকে একসঙ্গে পাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে দুই দফা সালিস হয়েছে। তবে কোনও সমঝোতা হয়নি।” তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত মামলা দায়ের হয়েছে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

বিএনপি কার্যালয়, জমি ও মার্কেট

এবং বিএনপির দলীয় কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। তার অভিযোগ, ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর তৎকালীন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল বারেক মোল্লার নেতৃত্বে বিএনপির দলীয় কার্যালয় দখল করে সেখানে আওয়ামী লীগের কার্যালয় পরিচালনা করা হয়। পাশাপাশি আইনগত অধিকার ছাড়াই জমিতে মাটি ভরাট ও মার্কেট নির্মাণ করে জমি দখল করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে পৌর বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জসিম উদ্দিন বাবুল ভূঁইয়ার পক্ষ থেকেও পৃথক অভিযোগ তুলে ধরা হয়। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ২০০৫ সালে বৈধভাবে ক্রয় করা প্রায় ৭৪ দশমিক ৫০ শতাংশ জমিতে তিনি একটি মার্কেট নির্মাণ করেন। কিন্তু ২০০৯ সালে আব্দুল বারেক মোল্লা ও তৎকালীন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী আলমগীরের নেতৃত্বে ওই মার্কেট দখল করে তাদের উচ্ছেদ করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়। বিএনপি নেতারা আরও দাবি করেন, জমি রক্ষার চেষ্টা করলে তারা হামলা, ভয়ভীতি ও রাজনৈতিক হয়রানির শিকার হন। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও করা হয়। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর স্থানীয়ভাবে একাধিক সালিশ-বৈঠকের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা হলেও এখন পর্যন্ত স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে তারা জানান। সংবাদ সম্মেলনে আব্দুল আজিজ মুন্সী বলেন, আমরা কোনো সংঘাত বা প্রতিশোধ চাই না। আমরা আইন, ন্যায়বিচার ও শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাস করি। বৈধ দলিল, রেকর্ড ও প্রকৃত তথ্য যাচাই করে আমাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হোক। তিনি সংশ্লিষ্ট প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, ভূমি প্রশাসন এবং দায়িত্বশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতাদের প্রতি দ্রুত তদন্ত করে আইনানুগভাবে তাদের ক্রয়কৃত জমি ও দলীয় কার্যালয় বুঝিয়ে দেওয়ার দাবি জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি জসিম উদ্দিন বাবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুর রহমান সোহেল, পৌর যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি নুর আলম শেখসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা। অভিযোগের বিষয়ে আব্দুল বারেক মোল্লা বলেন, ওই জমি আমার নয়। জমিটির মালিক আমার ভাতিজা বেলাল। তিনি পটুয়াখালী পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর মিলন মিয়ার স্ত্রী উর্মির কাছ থেকে জমিটি ক্রয় করেছেন। এরপর থেকে বেলাল সেখানে লোকনাগাটি নির্মাণ করে বৈধ মালিক হিসেবে ভোগদখল করে আসছেন। তাই আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সঠিক নয়। এ বিষয়ে বেলালের মুঠোফোনে একাধিকবার কল দিলেও সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। তাই তার কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে মহিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীম হাওলাদার বলেন, আপনাদের মাধ্যমে বিষয়টি জানলাম। এ ব্যাপারে থানায় এখন পর্যন্ত কেউ কোনো অভিযোগ করেননি।

অ্যাসাইনমেন্টে শিক্ষকের নাম ভুল

সাইদুল ইসলাম সাইদ নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি ছবি পোস্ট করে লিখেন, "গত রাতটি আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অন্যতম 'স্মরণীয়' একটি অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। একটি শব্দের বানানে মাত্র একটি অক্ষর Morioum'-এর পরিবর্তে ' Morium' লেখার কারণে আমাকে পুরো পেইজটি ৩০০ বার সংশোধন করতে হয়েছে।" পোস্টটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেউ শাস্তির ধরনকে অযৌক্তিক বলে সমালোচনা করেছেন, আবার কেউ শিক্ষার্থীর অসাবধানতার বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। এছাড়াও বিভাগটির বিরুদ্ধে এমন নানান আজগুবি অ্যাসাইনমেন্ট দেয়ার অভিযোগও তুলছেন সাবেক শিক্ষার্থীরা। ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী রেদোয়ান সরকার এক ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, "বাদ বাকি ট্যাগ আসাইনমেন্টে কারেক্ট করেছি তার হিসাব নেই। ক্রিয়েটিভিটির নামে দেখে দেখে অ্যাসাইনমেন্ট করানোই যেন নিয়ম। শিক্ষক কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের হ্যারিসমেন্টে মুখোমুখি হওয়া এই বিভাগে খুবই সাধারণ বিষয়।" অন্যদিকে, ইসরাত জাহান নামে এক শিক্ষার্থী মন্তব্য করেন, "তৃতীয় বর্ষে পড়ে একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বারের নাম ভুল করেন, আবার তা নিয়ে পোস্টও করেন। ন্যূনতম বিবেচনাবোধ থাকা উচিত।" এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে সহকারী অধ্যাপক মরিয়ম হাসনার ব্যক্তিগত মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। ফলে তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

জুলাইয়ে বেড়েছে ধর্ষণ

করে প্রশ্ন তুলেছে। মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের (এমএসএফ) জুলাই ২০২৬ এর নারী, শিশু, মাদক ও অনলাইন জুয়া সংক্রান্ত সহিংসতার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে। শুক্রবার (৩১ জুলাই) প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে জুন ও জুলাই মাসের বিভিন্ন ঘটনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, জুন মাসে নারী ও শিশু নির্যাতনের মোট ৩২০টি ঘটনার বিপরীতে জুলাইয়ে এ সংখ্যা কমে ৩০৬-এ নেমেছে। জুনে ৬৮টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটলেও জুলাইয়ে তা বেড়ে ৯০-এ পৌঁছেছে। একইভাবে আত্মহত্যার ঘটনা ১৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৮টি। যৌন নিপীড়ন ও হয়রানির ঘটনাও ২১ থেকে বেড়ে ২২টি হয়েছে। অন্যদিকে, দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ১৬ থেকে ৭টিতে, ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ৫ থেকে ৩টিতে, শারীরিক নির্যাতন ৫৬ থেকে ৪২টিতে এবং হত্যার ঘটনা ৭৫ থেকে ৫২টিতে নেমে এসেছে। অপহরণ ও নিখোঁজের ঘটনা সামান্য বেড়ে ১২ থেকে ১৫টি হয়েছে, আর অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা দুই মাসেই একটি করে ঘটেছে। এমএসএফ বলছে, মোট ঘটনার সংখ্যা কমলেও সহিংসতার ধরন আরও জটিল ও উদ্বেগজনক রূপ নিচ্ছে। বিশেষ করে ধর্ষণ ও আত্মহত্যার উচ্চ হার নারী ও শিশুদের নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক চাপ এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির ইঙ্গিত দেয়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, জুলাই মাসে তিনটি ফৌজদারি অপরাধ স্থানীয়ভাবে সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি ধর্ষণচেষ্টার এবং একটি ধর্ষণের ঘটনা ছিল। এমএসএফের মতে, এ ধরনের গুরুতর অপরাধ সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীনতা ও দায়মুক্তির সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে। অনলাইন জুয়া-সংক্রান্ত ঘটনায় জুলাই মাসে কোনো নিহত বা আহতের তথ্য না থাকলেও ১০ জনকে আটক করা হয়েছে, যেখানে জুনে কোনো আটক ছিল না। এমএসএফের মতে, এটি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সক্রিয়তার ইঙ্গিত দেয়। তবে অনলাইন জুয়ার বিস্তার তরুণ সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক শোষণ, পারিবারিক সহিংসতা, মানসিক স্বাস্থ্য সংকট ও সাইবার অপরাধের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

গৃহবধূকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে

৬ নম্বর ওয়ার্ডের গজারিয়া গ্রামের মো. জুয়েল ফকিরের ছেলে মো. জুবায়ের (২১), একই এলাকার মো. পলাশ মৃধার ছেলে মো. শাহাদাৎ হোসেন (২৪) ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মো. মিলন পাটওয়ারীর ছেলে মো. নাঈম (২৪)। অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার (২৯ জুলাই) রাত ৯টার দিকে গৃহবধূ রোজিনা বেগম (৩৫) পশ্চিম চরউমেদ ইউনিয়নের গজারিয়া বাজার এলাকা থেকে অটোরিকশাযোগে নিজ বাড়ি লালমোহন পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে ফিরছিলেন। অটোরিকশাটি কিছুদূর আসার পর জুবায়ের, শাহাদাৎ ও নাঈমসহ কয়েকজন মিলে গতিরোধ করে অটোরিকশা থামায়। ওই সময় তারা দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ভয়ভীতি দেখিয়ে গৃহবধূর সঙ্গে থাকা সোনার কানের দুল, কানের রিং ও নগদ চার হাজার টাকা ছিনিয়ে নেন। এসময় ওই গৃহবধূর চিৎকারে ডাকাতরা পালিয়ে যান অভিযুক্তরা। লালমোহন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. অলিউল ইসলাম বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে ভুক্তভোগী গৃহবধূ রোজিনা বেগম থানায় মামলা করেন। পরে রাতেই অভিযান চালিয়ে ওই তিনজনকে গ্রেফতার করেছি। বাকিদেরও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। এছাড়াও গ্রেফতার হওয়া আসামিদের কাছ থেকে গৃহবধূর থেকে ডাকাতি করা স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়েছে।

পুকুর থেকে অজ্ঞাত

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে স্থানীয় বাসিন্দা সোলেমান ফরাজির পুকুরে মরদেহটি ভাসতে দেখে এলাকাবাসী। পরে তারা পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। খবর পেয়ে দক্ষিণ আইচা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। স্থানীয়দের দাবি, সম্প্রতি ওই ব্যক্তিকে এলাকার বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে ধারণা করছেন তারা। দক্ষিণ আইচা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আহসান কবির বলেন, মরদেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পানিতে ডুবে তার মৃত্যু হয়েছে। এক থেকে দুই দিন আগে তার মৃত্যু হতে পারে। তিনি আরও বলেন, এখন পর্যন্ত মরদেহের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি এবং এ ঘটনায় কেউ কোনো অভিযোগ করেননি। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্থানীয়দের সহযোগিতায় মরদেহ দাফনের ব্যবস্থা করা হবে।

রাজাপুরে বাস-মাহিন্দ্রা সংঘর্ষ

দিকে রাজাপুর-ভান্ডারিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের বড় কৈবর্তখালী গ্রামের সমবায় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের পরিচয় নিশ্চিত করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন বাংলাদেশ কোরআন শিক্ষা বোর্ডের উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) মাওলানা এ বি এম আব্দুর রহিম (৫০) এবং পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলার গৌরীপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা মো. মেহেদী (২৪)। পুলিশ জানায়, মাওলানা আব্দুর রহিম সাপ্তাহিক ছুটিতে ঢাকা থেকে পিরোজপুরের কাঠালিয়ায় নিজের বাড়ি ফিরছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বরিশাল থেকে যাত্রী নিয়ে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ার উদ্দেশে যাচ্ছিল মাহিন্দ্রাটি। সমবায় এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ঢাকাগামী বরিশাল এক্সপ্রেসের একটি বাসের সঙ্গে মাহিন্দ্রাটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মাহিন্দ্রাটি দুমড়েমুচড়ে যায় ঘটনাস্থলেই দুজন মারা যান। ঘটনার পরপরই বাসটি দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনায় আহত চারজনকে উদ্ধার করে প্রথমে রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। আহতরা হলেন রিমন চন্দ্র ব্যাপারী (৩৫), মো. আবির রহমান (৩১), মো. নজরুল ইসলাম (৫৫) এবং দুর্ঘটনাকবলিত মাহিন্দ্রাটির চালক। রাজাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুজন বিশ্বাস বলেন, 'নিহত ও আহতদের পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছে। ঘাতক বাসটিকে শনাক্ত ও আটকের জন্য পুলিশ কাজ করছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

ভরা মৌসুমেও ঝালকাঠির সুগন্ধা-

উঠছেনা। জেলেরা জানান, ইলিশের মৌসুম শুরু হওয়ায় তারা দিনরাত নিয়মিত নদীতে জাল ফেলছেন কিন্তু ইলিশ না পেয়ে তাদের অনেককেই খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে। কয়েক বছর আগেও এ নদীতে জেলেদের জালে ঝাকে ঝাকে ইলিশ ধরা পরতো। কিন্তু এখন সে অবস্থা আর নেই। নদীতে ডুবোচর ও নাব্যসংকটের কারণে সুগন্ধা ও বিশখালী নদীতে ইলিশের এমন আকাল, যার প্রভাব পরেছে বাজারেও। বর্তমানে স্থানীয় বাজারে প্রতি কেজি ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ২৮'শ থেকে তিন হাজার টাকায়। মাছ বিক্রেতারা জানান, নদীতে পর্যাপ্ত ইলিশ না পাওয়ায় বাজারে সরবরাহ কমে গেছে তাই বেশি মুল্যে ইলিশ বিক্রি করতে হচ্ছে তাদের। ঝালকাঠি জেলা মৎস কর্মকর্তা মো. এনামুল হক জানান, ইলিশের প্রাচুর্যতা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ঝাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষন অভিযান এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অবৈধ জাল অপসারন করা হচেছ। সরকারি হিসাবে ঝালকাঠিতে নিবন্ধিত জেলে রয়েছে ৭ হাজার ৭১৮ জন। তবে নিবন্ধনের বাইরেও রয়েছে আরো তিন হাজারেরও বেশি জেলে।

রাশিয়ায় তৈরি ক্যানসারের টিকা প্রথম

আলেকজান্ডার গিনজবার্গ জানিয়েছেন, 'নিওনকোভ্যাক' নামের এই ভ্যাকসিন গ্রহণকারী প্রথম রোগী সুস্থ আছেন এবং তার শরীরে রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হয়েছে। গত বছর রুশ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দেশটিতে তৈরি দুটি ব্যক্তিগতকৃত ক্যানসার চিকিৎসাপদ্ধতির অনুমোদন দেয় যার মধ্যে অ্যাডভান্সড মেলানোমার জন্য এমআরএনএ-ভিত্তিক ভ্যাকসিন নিওনকোভ্যাক এবং কোলরেক্টাল ক্যানসারকে লক্ষ্য করে তৈরি পেপটাইড ওষুধ 'অনকোপেপ্টি' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গত এপ্রিল মাসে হারজেন মস্কো অনকোলজি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে তৃতীয় পর্যায়ের মেলানোমা ও মেটাস্টেসিসে আক্রান্ত ৬০ বছর বয়সি এক ব্যক্তির দেহে প্রথম নিওনকোভ্যাক প্রয়োগ করা হয়। বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) রিয়া নভোস্তি সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গিনজবার্গ জানান, রোগী বর্তমানে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বোধ করছেন এবং তার চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। পরীক্ষার ফলাফলে অত্যন্ত ইতিবাচক রোগপ্রতিরোধ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে, যেখানে রোগীর শরীর টিউমার ও মেটাস্টেসিসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রয়োজনীয় সক্রিয় যৌগগুলো তৈরি করছে। ওই রোগীকে আরও দুটি ডোজ দেওয়া হবে এবং পুরো চিকিৎসা প্রক্রিয়া জুড়ে তার ইমিউন রেসপন্স নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। পাশাপাশি তিনি আরও জানান, বর্তমানে আরও দশজন রোগীর জন্য ব্যক্তিগতকৃত মেলানোমা ভ্যাকসিন প্রস্তুত করা হচ্ছে, যা আগামী দেড় থেকে তিন মাসের মধ্যে প্রয়োগের উপযোগী হবে। ন্যাশনাল মেডিকেল রিসার্চ সেন্টার অব রেডিওলজির প্রধান আন্দ্রে কাপরিন এর আগে এই প্রযুক্তির বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেন এটি ক্যানসার চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি মৌলিকভাবে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। রোগ কেবল নিরাময় করার পরিবর্তে এই পদ্ধতিটি শরীরের নিজস্ব ইমিউন সিস্টেমকে হুমকি সৃষ্টিকারী কোষগুলো শনাক্ত করতে এবং ধ্বংস করতে প্রশিক্ষণ দেয়। এই প্রযুক্তির আওতায় রোগীর টিউমার ও সুস্থ টিস্যুর নমুনা সংগ্রহ করে তাদের জেনেটিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয় এবং এর মাধ্যমেই ক্যানসার কোষ চিহ্নিত করে আক্রমণ করার জন্য উপযোগী কাস্টমাইজড ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়। এদিকে রুশ স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কোলরেক্টাল ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত 'অনকোপেপ্টি' গ্রহণকারী রোগীদের শরীরও প্রয়োজনীয় রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি গ্যামালেয়া ইনস্টিটিউট অগ্ন্যাশয়, কিডনি এবং নন-স্মল সেল লাং ক্যানসারের চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়েও বর্তমানে গবেষণা ও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশকে নিয়ে সৌদি আরবের

এক বিবৃতিতে জানায়, 'মাল্টিন্যাশনাল মেরিটাইম ডিফেন্স অ্যালায়েন্স' নামে এই জোট গঠন করা হয়েছে। এর লক্ষ্য সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদার করা এবং গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। জোটভুক্ত দেশগুলো জানিয়েছে, বাব আল-মান্দেব প্রণালি, লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন রাখতে তারা একসঙ্গে কাজ করবে। এই তিনটি জলপথ ভারত মহাসাগরকে ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে যুক্ত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক করিডর হিসেবে বিবেচিত। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের চলমান উত্তেজনার মধ্যে হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে উদ্বেগ বাড়ার সময় এই জোট গঠনের ঘোষণা এলো। বিশ্বের তেল ও গ্যাস রপ্তানির প্রায় ২০ শতাংশ একসময় হরমুজ প্রণালির মাধ্যমে পরিবাহিত হতো। সেখানে চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চাপ তৈরি হয়েছে। এদিকে সাম্প্রতিক সময়ে ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুথি যোদ্ধাদের হামলায় বাব আল-মান্দেব-লোহিত সাগর-এডেন উপসাগর রুটও বারবার ঝুঁকির মুখে পড়েছে। সৌদি আরব জানায়, জোট গঠন উপলক্ষে আয়োজিত বৈঠকে আমন্ত্রিত ৫১টি দেশের মধ্যে ৪৩টি দেশের প্রতিনিধি অংশ নেন। বৈঠকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) একটি প্রতিনিধিদলও উপস্থিত ছিল। ইইউর এরই মধ্যে লোহিত সাগরে 'অ্যাসপিডিস' নামে একটি নৌ নিরাপত্তা মিশন রয়েছে। তবে সৌদি নেতৃত্বাধীন নতুন জোটটির সঙ্গে সেই মিশনের পার্থক্য কী হবে, তা স্পষ্ট করা হয়নি। জোটে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো হলো সৌদি আরব, তুরস্ক, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, জর্ডান, মিসর, পাকিস্তান, জিবুতি, সোমালিয়া, বাংলাদেশ, ইয়েমেন, সুদান ও কোমোরোস। ফলে জোটে সৌদি আরবসহ মোট সদস্য সংখ্যা ১৪। তবে একই ধরনের নিরাপত্তা স্বার্থ থাকা সত্ত্বেও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) ও ওমান এই জোটে যোগ দেয়নি। সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় জাতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ভবিষ্যতে অন্য দেশগুলোর জন্যও এই জোটে যোগ দেওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত থাকবে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সদস্য দেশগুলো বিশ্বাস করে যে সামুদ্রিক নিরাপত্তা একটি যৌথ দায়িত্ব। এ কারণে আন্তর্জাতিক ও আন্তঃসীমান্ত সামুদ্রিক হুমকি মোকাবিলায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ই সবচেয়ে কার্যকর উপায়। জোটের আওতায় গোয়েন্দা তথ্য ও অন্যান্য তথ্য বিনিময়, যৌথ পরিকল্পনা, সামরিক মহড়া এবং সমন্বিত সামুদ্রিক অভিযান পরিচালনা করা হবে। তবে কোন দেশ কতটি যুদ্ধজাহাজ, বিমান বা অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম দেবে, সে বিষয়ে এখনো কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। সৌদি আরব জোর দিয়ে বলেছে, এই জোটের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক এবং এটি কোনো নির্দিষ্ট দেশকে লক্ষ্য করে গঠন করা হয়নি।

বাড়তি খরচ ও আমলাতান্ত্রিক

করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে নানা জটিলতার কারণে বছরের পর বছরেও লাইসেন্স প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না বলে অভিযোগ সংগঠনটির। পেট্রোল পাম্প মালিকদের দাবি, তারা মূলত কমিশনভিত্তিক এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। জ্বালানি আমদানি ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে অগ্রিম অর্থ পরিশোধ করে তেল কিনতে হয়। এরপর বাজারে বাকিতে বিক্রি এবং বকেয়া আদায়ের ঝুঁকি নিয়েই ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়। সমিতির ভাষ্য, জ্বালানি বিক্রির পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেও প্রকৃত মুনাফার বড় অংশ চলে যায় আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের কাছে। অন্যদিকে পাম্প মালিকদের ওপর দিন দিন নতুন নতুন প্রশাসনিক নির্দেশনা ও বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে, যা ব্যবসা পরিচালনাকে আরও কঠিন করে তুলেছে। বার্তায় আরও বলা হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে সৎ ও নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনাকারীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যার কথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কার্যকর সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে তরল জ্বালানি খাতের অনেক ব্যবসায়ী ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন। সংগঠনটি মনে করে, বিদ্যমান সংকট নিরসনে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া না হলে দেশের পেট্রোল পাম্প ব্যবসা আরও বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে।

৬ বছর ধরে অকেজো প্রায় ৩ কোটি

অসাবধানতায় যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকলেও দীর্ঘ ছয় বছর ধরে এভাবেই চলছে তাদের যাতায়াত। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৪ মিটার দীর্ঘ ও সাত মিটার প্রশস্ত আরসিসি গার্ডার সেতুটি নির্মাণে ব্যয় ধরা হয় দুই কোটি ৮২ লাখ টাকা। নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করে পটুয়াখালীর মেসার্স আবুল কালাম আজাদ এন্টারপ্রাইজ। ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে সেতুর কাজ শুরু হয়। ২০২০ সালের জুন মাসে মূল সেতুর কাজ শেষ হয়। ওই বছরের শেষ দিকে প্রকল্পটি শেষ হওয়ার কথা থাকলেও সংযোগ সড়ক নির্মাণের সময় নকশাগত ত্রুটি ধরা পড়ায় কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর কেটে গেছে ছয় বছর। এখনো সেতুটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা মো. আবদুল হাই বলেন, সেতু নির্মাণের আগে যদি এলাকাবাসীর সঙ্গে আলোচনা করা হতো, তাহলে হয়তো এই পরিস্থিতি তৈরি হতো না। কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে সেতু হয়েছে, কিন্তু সংযোগ সড়ক না থাকায় মানুষের কোনো উপকারে আসছে না। ছয় বছর ধরে শুধু আশ্বাসই শুনে যাচ্ছি। আরেক বাসিন্দা মশিউর রহমান লাবু বলেন, প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই সেতু ব্যবহার করেন। নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি পোহাতে হয়। বর্ষাকালে ইটের সিঁড়ি পিচ্ছিল হয়ে যায়। ইতোমধ্যে কয়েকটি দুর্ঘটনাও ঘটেছে। তারপরও স্থায়ী কোনো সমাধান হয়নি। সংযোগ সড়ক না থাকায় ভোগান্তিতে আছেন কৃষকেরাও। স্থানীয় কৃষক সোহরাব মিয়া বলেন, কালাইয়া দক্ষিণ বাজারে ধান, সবজি বা অন্য কৃষিপণ্য নিতে প্রায় ৩০ কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয়। এতে পরিবহন খরচ বেড়ে যায়। অনেক সময় পণ্যের দাম কম থাকলে লাভ তো হয়ই না, উল্টো লোকসান গুনতে হয়। ব্যবসায়ীরাও বলছেন, যোগাযোগব্যবস্থা স্বাভাবিক না থাকায় এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কর্পূরকাঠি ইসলামিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তুষার কান্তি ঘোষ বলেন, আমাদের বিদ্যালয়, পাশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মাদ্রাসার শত শত শিক্ষার্থী প্রতিদিন এই পথ ব্যবহার করে। সংযোগ সড়ক না থাকায় তাদের ইটের সিঁড়ি ও বাঁশের সাঁকো দিয়ে চলতে হয়। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি বলেন, অনেক অভিভাবক নিরাপত্তার কারণে সন্তানদের নিয়মিত স্কুলে পাঠাতে চান না। এতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অভিভাবকদের প্রতিদিন সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর সময় দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়। দশমিনা উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী মো. মকবুল হোসেন বলেন, আমি যোগদানের আগেই সেতুর নকশা করা হয়েছিল। পরে সংযোগ সড়ক নির্মাণের সময় নকশাগত ত্রুটি ধরা পড়ে। এজন্য কাজ বন্ধ রাখতে হয়। নতুন নকশা অনুমোদন হয়েছে। দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ হলেই সংযোগ সড়কের নির্মাণকাজ শুরু হবে। তবে কবে নাগাদ কাজ শেষ হবে, সে বিষয়ে তিনি নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা জানাতে পারেননি। দশমিনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদ হাসান মৃধা বলেন, মানুষের দুর্ভোগের বিষয়টি আমরা এলজিইডির সঙ্গে আলোচনা করেছি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত সংযোগ সড়কের নির্মাণকাজ শুরু করার আশ্বাস দিয়েছে।

পর্তুগিজ ও মগ-জলদস্যু প্রতিরোধে বরিশালের তিন সেনানায়ক

মাহমুদ ইউসুফ

বরিশালের জন্য পর্তুগিজ ও মগ-দস্যুরা ছিলো বিষফোঁড়া। বাকলাইয়া জনজীবনকে কন্টকাকীর্ণ করে তুলেছিলো এই জঙ্গিবাহিনী। তাদের অত্যাচারে একদা বিরান হয়ে পড়েছিল ধান-নদী-খাল আর রূপালি ঐতিহ্যের বরিশাল। বিচারপতি আবদুল মওদুদ জানান: " ... মানুষ পণ্যের ব্যবসায়ী ফিরিঙ্গি ও মগরা ফিরেছে প্রেতাত্মার মতো দেশের জনজীবনকে শিকার করতে, ধ্বংস করতে। এদের বিভিন্নমুখী লালসার আগুন থেকে দেশের সাধারণ মানুষ নিরাপত্তার শান্তিবারি খুঁজে ফিরেছে অসহায়ের মতো, কিন্তু তা মেলেনি। তাদের আতঙ্ক ও ত্রাস কী পরিমাণে পুঞ্জীভূত হয়েছিল তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে শামসুদ্দীন তালিশ লিখিত একটি বর্ণনা থেকে। তিনি লিখেছেন: আকবরের সময় থেকে শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয়কাল পর্যন্ত আরাকানের মগরা ও পর্তুগিজ জলদস্যুরা (পূর্ব) বাংলা লুণ্ঠন করিত। তারা হিন্দু-মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ ছোট বড় সকলকেই বন্দী করিয়া তাহাদের হাতের পাতা ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সরু বেত প্রবেশ করাইয়া বাঁধিত এবং একজনের উপর আর একজনকে চাপাইয়া জাহাজের পাটাতনের নিম্নে ফেলিয়া রাখিত। লোকে যেমন পাখিকে আহার দেয়, সেইরূপ তাহারা প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় উপর হইতে বন্দীদের আহারের নিমিত্ত চাউল ছড়াইয়া দিত। ... মগেরা বহুকাল ধরিয়া দস্যুতা করার ফলে তাদের দেশ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে ও তাহারা সংখ্যা বাড়িয়াছে। কিন্তু বাংলাদেম ক্রমেই জনশূণ্য হইয়াছে এবং দস্যুদিগকে বাধা দিবার শক্তিও কমিয়া আসিতেছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে এই দস্যুদলের যাতায়াতের পথে বাকলা অঞ্চল (বরিশাল) এবং বাঙ্গালার অন্যান্য অংশ পূর্বে শস্যশালী এবং গৃহস্থের পল্লী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। প্রতিবর্ষে এই প্রদেশ হইতে বহু পরিমাণ সুপারির কর আদায় হইয়া রাজকোষ পূর্ণ করিত। কিন্তু এই দস্যুদল লুণ্ঠন ও নরনারী হরণ করিয়া এই প্রদেশের অবস্থা এমন করিয়া ফেলিয়াছে যে, তথায় একখানিও বসতবাটি নাই অথবা একটি প্রদীপ জ্বালাইবার লোকও নাই।" (আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর, ই. সা. কে., সেগুনবাগিচা ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ: জুন ১৯৮২, পৃ. ৩৬-৩৭) এই পৈশাচিক ও দানবীয় রাক্ষসদের কবল থেকে যাঁরা আমাদের হেফাজত করেন তাদেরই ক'জনের অনুন্ধানালেখ্য।

বুজুর্গ উমেদ খাঁ

বুজুর্গ উমেদ খাঁ'র নামে নেই কোনো নামফলক বা স্মৃতিস্তম্ভ। নেই কোনো পাঠচর্চায়। তবে আমাদের পুরাতন জমির দলিলপত্রে বুজুর্গ উমেদপুর নামের হাজিরা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তিনি ছিলেন সপ্তদশ শতকের বীরযোদ্ধা। পিতা শায়েস্তা খাঁ বাংলার নবাব ছিলেন। সমকালে বরিশাল ও চট্টগ্রামে ছিলো মগ-জলদস্যুদের আখড়া। এই আখড়া ও সন্ত্রাসপ্রবল জনপদকে রাহুমুক্ত করার প্রধান নায়ক বুর্জুগ উমেদ খাঁ। বাকেরগঞ্জের গোলাঘর ছিলো তাঁর যুদ্ধকেন্দ্র।

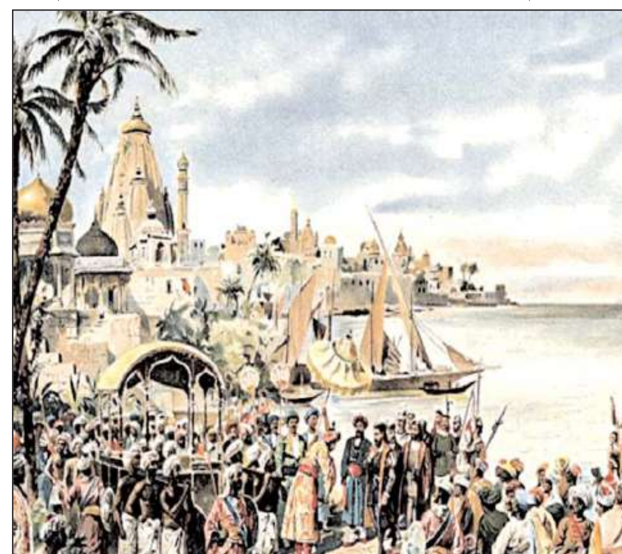

এখান থেকেই তিনি বহিঃশত্রু পর্তুগিজ ও মগদস্যুদের প্রতিহত করেন। বাকেরগঞ্জকে শত্রুমুক্ত করায় তাঁর সম্মানে এ পরগণার নামকরণ করা হয়। ১৬৬৬ সালে তিনি মগ-পর্তুগিজদের কবল থেকে চট্টগ্রামকে উদ্ধার করেন। পণ্ডিতদের মতে, বুজুর্গ উমেদ খাঁ সেদিন চট্টগ্রাম পুণরুদ্ধারে ব্যর্থ হলে, আজকের চট্টগ্রাম বিভাগ বাংলাদেশের না হয়ে ভারত বা মিয়ানমারের অন্তর্ভুক্ত থাকত। তাঁর কর্মগুণে বাঙালিরা আজ চট্টগ্রামের মালিক-মোক্তার। বাকলা-বরিশালের ক্ষেত্রেও উমেদ খাঁ একই ভূমিকা রাখেন। উমেদ খাঁ'র সম্মানে বাকেরগঞ্জ অঞ্চলের একটি বড় পরগণার নামকরণ হয় বুজুর্গ উমেদপুর নামে।

সংগ্রাম শাহ

১৬-১৭ শতকে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ জুড়ে ছিলো পর্তুগিজ-মগডাকাতদের অত্যাচার-আক্রমণের বিভীষিকা। পুরো সাগর উপকূল সন্ত্রাসকবলিত হয়ে পড়ে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মানুষ দলে দলে পালিয়ে যায় সাগর-নদী এলাকা থেকে। ১৭৩৭ সালের এক রেকর্ডে দেখা যায়, মঠবাড়িয়া, পাথরঘাটা, ভাণ্ডারিয়া, আমতলি, বরগুনা, গলাচিপা, বামনা, রাজাপুর, বেতাগি প্রভৃতি এলাকা বিরান হয়ে পড়ে। মানববসতি না থাকায় সমকালের মসজিদগুলো মাটি ও বন-জঙ্গলে ঢাকা পড়ে যায়। পরে ১৮-১৯ শতকে যখন নতুন করে বসতি শুরু হয়, তখন এসব পুরাকীর্তি পুনরুদ্ধার হয়। তাই মির্জাগঞ্জের মসজিদবাড়ি মসজিদ সম্পর্কে গ্রাম্যলোকালয়ে এখনও একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে 'মসজিদটি মাটির নিচ থেকে প্রাকৃতিকভাবে উদ্ভব ঘটেছে।'

বহিরাগত এই তস্কর বাহিনীকে প্রতিহত করতে যাঁরা জীবনবাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সংগ্রাম শাহ। বাদশাহ আওরঙজেব বাকলাকে শত্রুমুক্ত করতে সংগ্রাম শাহকে নিযুক্ত করেন। সংগ্রাম শাহ বাকলাকে শত্রুমুক্ত করতে বহু দুর্গ ও যুদ্ধ জাহাজ তৈরি করেন। মেহেন্দিগঞ্জের গোবিন্দপুরে নির্মিত হয় সেনানিবাস। এর নাম ছিলো সংগ্রাম কেল্লা। এর ভেতরে ১২৮টি পুকুর ছিলো। ঝালকাঠির রূপসিয়া, রাজাপুরের ইন্দ্রপাশা গ্রামেও সুরক্ষিত দুর্গ স্থাপিত হয়। নবাবি আমলে ঢাকা-বিক্রমপুর থেকে সংগ্রাম কেল্লা ও বাকেরগঞ্জ পর্যন্ত শাহি সড়ক নির্মিত হয় যাতে শাহি ফৌজ অতিদ্রুত বাকলায় আসতে পারে। সংগ্রাম শাহ'র কৃতিত্বের জন্য আওরঙজেব তাঁকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ভূষণায় জায়গির প্রদান করেন।

মুহাম্মাদ হানিফ

পর্তুগিজ দস্যু দমনে আজও সুবিখ্যাত হয়ে আছেন সেনাধ্যক্ষ মুহাম্মাদ হানিফ। তিনি ছিলেন সংগ্রাম কেল্লার জমাদার। বুজুর্গ উমেদ খানের সাথে তিনি দানব-দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি বাকলার সব নদী থেকে দস্যু-ডাকাতদের তাড়িয়ে দেন। তাঁর অপূর্ব রণকৌশলের কাছে চরমভাবে পরাজিত হয় বহিরাগত তস্কর মগ-পর্তুগিজ বাহিনী। দেশকে রাহুমুক্ত করে বাসযোগ্য মাটি তৈরিতে মুহাম্মাদ হানিফের কাছে আমাদের রয়েছে অনেক ঋণ। অথচ তাঁকে খুব কমই স্মরণ করা হয়। উলানিয়ার চৌধুরী পরিবার মুহাম্মাদ হানিফের বংশধর।

তাঁদের রেখে যাওয়া নিরাপদ ভূমিই আমাদের আশ্রয়স্থল। উমেদ খাঁ, সংগ্রাম শাহ, মুহাম্মাদ হানিফ প্রমুখ সেনাধ্যক্ষরা মরুভূমিতে ফুলের চারা রোপন করে গিয়েছেন। সেই ফুলের সুঘ্রানে আজও সুবাসিত সোনারবাংলা।

হদিস:

১. মেজর জেনারেল (অব.) এম. এ. লতিফ: বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বাখরগঞ্জ, বিজি প্রেস ঢাকা, ১৯৮৪
২. মেজর জেনারেল (অব.) এম. এ. লতিফ: বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার পটুয়াখালী, বিজি প্রেস ঢাকা, ১৯৮৬
৩. মনিরুজ্জামান শাহীন: ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বরিশাল ১৯২০-১৯৪৭, সুবর্ণ, বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭
৪. মোহাম্মদ মোদাব্বের, ইতিহাস কথা কয়, ইফাবা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮১
৫. মুহম্মদ মুহসিন: বরিশালের বিস্মৃত বীর সন্তানেরা, বাকলা, আড্ডা ধানসিড়ি, বরিশাল, বর্ষ ২, সংখ্যা ২, ২০১৯
৬. সাইফুল আহসান বুলবুল: বরিশালের ইতিবৃত্ত, গতিধারা, বাংলাবাজার ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৯
৭. রুসেলি রহমান চৌধুরী: বরিশালের প্রয়াত গুণীজন, ইউনিভার্সিটি বুক পাবলিশার্স, তাজমহল রোড, মোহম্মাদপুর ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬
৮. হোসেনউদ্দীন হোসেন: বাঙলার বিদ্রোহ (৬০০-১৯৪৭), প্রথম খণ্ড, বিদ্যা প্রকাশ, বাংলাবাজার ঢাকা, চতুর্থ সংশোধিত সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬
৯. এ. এফ. এম আব্দুল জলিল: সুন্দরবনের ইতিহাস, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা, জুন ২০০২
১০. সিরাজ উদদীন আহ্‌মেদ: বরিশাল বিভাগের ইতিহাস, ভাস্কর প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০০৩
১১. তপংকর চক্রবর্তী ও সিকদার আবুল বাশার সম্পাদিত, বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা
১২. এইচ বেভারিজ: দি ডিস্ট্রিক্ট অব বাকেরগঞ্জ [তরজমা-সিকদার আবুল বাশার], গতিধারা, বাংলাবাজার ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৮
১৩. আজিজুল হক বান্না: বরিশালে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৪
১৪. ড. আবদুল বাছির: বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি (১৭৫৭-১৮৫৭), বাংলা একাডেমি ঢাকা, ২০১২
১৫. মুক্তবিশ্বকোষ উইকিপিডিয়া, বাংলাপিডিয়া, বরিশালপিডিয়া

আরও বেড়েছে মাছ-মুরগি-

২০-৩০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। বর্তমানে বাজারে প্রতি কেজি জীবিত পাঙাশ ২৩০ টাকা এবং তেলাপিয়া ২৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বাজারে মানভেদে প্রতি কেজি চিংড়ি ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা, পাবদা ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা, ওজন ভেদে রুই মাছ ৩০০ থেকে ৪৫০ টাকা ও টেংরা ৭০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া ভেটকি ৪০০ থেকে ৫৫০ টাকা, মৃগেল ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা, বাইম ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা, দেশি কই ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা, চাষের কই ৩০০ টাকা, পোয়া ২৬০ টাকা এবং শোল মাছ ৭০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আকারভেদে চাষের শিং মাছ বিক্রি হচ্ছে ৩০০ থেকে ৪৫০ টাকায়। তবে রূপচাঁদা, বড় আকারের শোল ও নদীর বেলে মাছ কিনতে গেলে ক্রেতাকে হাজার টাকার বেশি গুনতে হচ্ছে। মাছ বিক্রেতা আনোয়ার হোসেন জানান, বাজারে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মাছ বিক্রি হচ্ছে। তবে দাম বেশ চড়া। মান ও আকারভেদে প্রতি কেজি ইলিশ ১ হাজার ৬০০ থেকে ৩ হাজার ২০০ টাকা, রূপচাঁদা (সাদা) ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৩০০ টাকা, লাল কোরাল ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা, সামুদ্রিক সুরমা ৭০০ টাকা এবং টুনা মাছ ৮৫০ থেকে ১ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তবে বাজার ও মাছের আকারের ওপর ভিত্তি করে এসব দামে কিছুটা তারতম্য হতে পারে বলে তিনি জানান। মাছের পাশাপাশি দাম বেড়েছে ডিমেরও। গত সপ্তাহের তুলনায় ডজনে ১০ থেকে ১৫ টাকা বেড়ে বর্তমানে ফার্মের মুরগির ডিম বিক্রি হচ্ছে ১৪৫ থেকে ১৫৫ টাকায়। গরুর মাংসের দাম স্থির থাকলেও তা বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৭৫০ থেকে ৮০০ টাকা দরে। আর খাসির মাংস কিনতে গেলে কেজিতে গুনতে হচ্ছে ১ হাজার ১০০ থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা। অন্যদিকে মুরগির বাজারে প্রতি কেজি ব্রয়লার ১৯০ টাকা এবং সোনালি মুরগি ৩৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুরগি ব্যবসায়ী ইলিয়াস হোসেন বলেন, 'এ সপ্তাহে মুরগির দাম গত সপ্তাহের মতোই আছে। প্রতিদিন কেজিতে ৫-১০ টাকা ওঠানামা করে। শুক্রবার ১৯০ টাকা কেজি দরে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি করছি।' মাছ কিনতে আসা রুবেল আহমেদ নামের এক ক্রেতা আক্ষেপ করে বলেন, 'মাছের দাম নাগালের বাইরে। প্রতিটি মাছের দামই বেড়েছে। আমাদের মতো মধ্যবিত্তরা খুব কষ্টে আছে।'

মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি দেশের অর্থনীতিতে

দলের (বাসদ) নেতারা এসব কথা বলেছেন। বরিশাল কীর্তনখোলা মিলনায়তনে এই বিভাগীয় কর্মীসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় বক্তারা মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি বাতিলের দাবি এবং জনগণকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ-গ্যাসের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার করার দাবি এবং গ্যাস সংকট সমাধানে ভোলার গ্যাস দিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের শিল্পায়ন ও আবাসিক খাতে সংযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান বাসদ নেতারা। অনুষ্ঠিত কর্মীসমাবেশের প্রথম দিনে বাসদ বরিশাল জেলা শাখার সমন্বয়ক ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাসদের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড খালেকুজ্জামান, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশিদ ফিরোজ, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জনার্দন দত্ত নান্টু, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড আহসান হাবিব বুলবুল, পটুয়াখালী জেলা শাখার সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট জহিরুল আলম সবুজ প্রমুখ।

সোনার গহনার দাম ভরিতে

অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। এদিন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি বৈঠককে করে এ দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরে কমিটির চেয়ারম্যান ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে গত ২৮ জুলাই ভালো মানের এক ভরি সোনার গহনার দাম কমানো হয় ২ হাজার ২১৬ টাকা। এই দাম কমানোর তিনদিন পর এখন একই পরিমাণ বাড়ানো হলো। এখন ভ্যাটসহ সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার গহনার দাম ২ হাজার ২১৬ টাকা বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ২৩ হাজার ৭৪ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার গহনার দাম ২ হাজার ১০০ টাকা বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ১৩ হাজার ৪৩ টাকা। এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার গহনার দাম ১ হাজার ৭৫০ টাকা বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৮২ হাজার ৯৫০ টাকা। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার গহনার দাম ১ হাজার ৪৫৮ টাকা বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৪৯ হাজার ৪৭৪ টাকা। গত ২৮ জুলাই সকাল ১০টা থেকে ভ্যাটসহ সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার গহনার দাম ২ হাজার ২১৬ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় ২ লাখ ২০ হাজার ৮৫৮ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার গহনার দাম ২ হাজার ১০০ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় ২ লাখ ১০ হাজার ৯৪৩ টাকা। ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার গহনার দাম ১ হাজার ৭৫০ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় ১ লাখ ৮১ হাজার ২০০ টাকা। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার গহনার দাম ১ হাজার ৪৫৮ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় ১ লাখ ৪৮ হাজার ১৬ টাকা। শুক্রবার সকাল ৯টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত এই দামেই সোনার গহনা বিক্রি হয়। সোনার গহনার মতো রুপার গহনার দামও ভ্যাটসহ নির্ধারণ করা হয়েছে। ভ্যাটসহ ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার গহনার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ হাজার ৬০৭ টাকা। এছাড়া ২১ ক্যারেটের এক ভরি রুপার গহনার দাম ৪ হাজার ৩৭৪ টাকা, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি রুপার গহনার দাম ৩ হাজার ৭৯১ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির এক ভরি রুপার গহনার দাম ২ হাজার ৮৫৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৫ দিন দেশজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস

জায়গায় এবং রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে, তবে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। শনিবার (১ আগস্ট) রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। এদিন দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকলেও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। রোববার (২ আগস্ট) রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। সোমবার (৩ আগস্ট) এবং মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, খুলনা ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং ঢাকা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এ সময় দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। ৪ আগস্ট দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে, তবে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে চট্টগ্রামের মাইজদীকোর্টে ৮২ মিলিমিটার। একই সময়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সৈয়দপুরে ৩৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সিলেটে ২৩ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আবহাওয়ার সিনপটিক অবস্থায় জানানো হয়েছে, পশ্চিম মধ্য ছত্তিশগড় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপটি দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এটি বিদর্ভ ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ মধ্যপ্রদেশ এলাকায় অবস্থান করছে এবং আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে পারে। এছাড়া মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে।

হামে আক্রান্ত হয়ে

সংখ্যা ১৮৫ জন। গত ১৫ মার্চ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত নিশ্চিত হামরোগীর সংখ্যা ১৬ হাজার ৫৯ জন। গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সন্দেহজনক হাম রোগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক লাখ ১০ হাজার ৯৮৭ জন। একই সময়ে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন এক লাখ ছয় হাজার ৮৫৯ জন। নতুন করে হাম সন্দেহে দুজনের মৃত্যু হয়েছে এবং গত ১৫ মার্চ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত সন্দেহজনক হামে মোট ৭৪১ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি। গত ১৫ মার্চ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৬ জন।

দৈনিক কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ শনিবার ॥ ০১ আগস্ট ২০২৬ ॥ ১৭ শ্রাবণ ১৪৩৩

বাংলাদেশকে নিয়ে সৌদি আরবের নতুন সামরিক জোট ঘোষণা

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বাব আল-মান্দেব প্রণালি, লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে নৌ চলাচল নিরাপদ রাখতে বাংলাদেশসহ ১৩টি দেশকে সঙ্গে নিয়ে নতুন সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোট গঠনের ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব। সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৩ এর পাতায় দেখুন

রাশিয়ায় তৈরি ক্যানসারের টিকা প্রথম রোগীর শরীরে কার্যকরভাবে কাজ করছে

কীর্তনখোলা ডেস্ক

রাশিয়ায় তৈরি ত্বকের ক্যানসার মেলানোমার ব্যক্তিগতকৃত প্রথম ভ্যাকসিন প্রয়োগের পর প্রাথমিক ফলাফল অত্যন্ত ইতিবাচক বলে জানিয়েছেন দেশটির চিকিৎসকরা। গ্যামালেয়া ন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক পরিচালক ৩ এর পাতায় দেখুন

বিএনপি কার্যালয়, জমি ও মার্কেট দখলের অভিযোগ আ.লীগ নেতার বিরুদ্ধে

কুয়াকাটা প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় বৈধভাবে ক্রয়কৃত জমি, মার্কেট ও বিএনপির দলীয় কার্যালয় দখলের অভিযোগ উঠেছে কুয়াকাটা পৌরসভার সাবেক মেয়র ও পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আব্দুল বারেক মোল্লার বিরুদ্ধে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি দাবি করেছেন, সংশ্লিষ্ট জমির মালিক তিনি নন। এ ঘটনায় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও আইনানুগভাবে জমি ফেরত পাওয়ার দাবিতে শুক্রবার (৩১ জুলাই) কুয়াকাটা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছেন কুয়াকাটা পৌর বিএনপির নেতারা। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল আজিজ মুসুল্লী। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, লতাচাপলী মৌজার এসএ ১২২৭ নম্বর খতিয়ানের আওতাধীন কয়েকটি দাগের জমি বৈধ দলিলের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ক্রয় করা হয়। ১৯৯৭ ও ২০০৯ সালে তাদের নামে নিবন্ধিত জমিতে দীর্ঘদিন শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করে দোকানঘর নির্মাণ

ভরা মৌসুমেও ঝালকাঠির সুগন্ধা-বিষখালীতে মিলছে না কাঙ্ক্ষিত ইলিশ

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ভরা মৌসুম চললেও ঝালকাঠির সুগন্ধা-বিশাখালী নদীতে জেলেদের জালে মিলছেনা কাঙ্খিত ইলিশ। দিনরাত নদীতে জাল ফেলে ইলিশ না পেয়ে হতাশ হয়ে ঘাটে ফিরছেন জেলেরা। দুই-এক জনের জালে দুই-একটি ইলিশ ধরা পরলেও তা দিয়ে জ্বালানি তেলের দামসহ অন্যান্য খরচও উঠছেনা। মৎস্য বিভাগ বলছে, ডুবোচর ও নাব্য সংকটের কারণে নদীতে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়ছে ইলিশ। ভরা মৌসুমেও ঝালকাঠির সুগন্ধা ও বিষখালী নদীতে দেখা মিলছেনা ইলিশের। প্রতিদিন দুই বেলা জাল ফেলেও কাঙ্ক্ষিত ইলিশ না পেয়ে হতাস হয়ে ফিরছে জেলেরা। দুই-এক জনের জালে দুই-একটি ইলিশ ধরা পরলেও তা দিয়ে জ্বালানি তেলের দামসহ অন্যান্য খরচও ৩ এর পাতায় দেখুন

অ্যাসাইনমেন্টে শিক্ষকের নাম ভুল করায় ববি শিক্ষার্থীকে ৩শ বার লিখিয়ে শাস্তি

ধীমান ঢালী, ববি

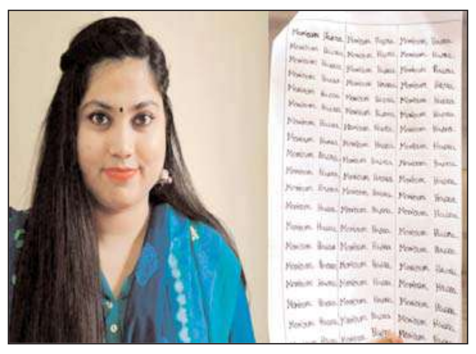

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) এক শিক্ষার্থী অ্যাসাইনমেন্টে শিক্ষকের নামের বানান ভুল করায় তাকে ৩০০ বার লিখে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ওই শিক্ষার্থী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্ট করলে বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী সাইদুল ইসলাম সাইদ অ্যাসাইনমেন্টে বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মরিয়ম হাসনার নামের বানান ভুল করেন। অভিযোগ রয়েছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ৩০০ বার ঐ শিক্ষকের নাম লিখে জমা দিতে বলা হয়। এ বিষয়ে ৩ এর পাতায় দেখুন

রাজাপুরে বাস-মাহিন্দ্রা সংঘর্ষ নিহত দুই, আহত চার

রাজাপুর প্রতিনিধি

ঝালকাঠির রাজাপুরে একটি যাত্রীবাহী বাস ও মাহিন্দ্রার (থ্রি-হুইলার) মুখোমুখি সংঘর্ষে বাংলাদেশ কোরআন শিক্ষা বোর্ডের এক কর্মকর্তাসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন চালকসহ আরও চারজন। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার ৩ এর পাতায় দেখুন

পুকুর থেকে অজ্ঞাত যুবকের মরদেহ উদ্ধার

চরফ্যাশন প্রতিনিধি

ভোলার চরফ্যাশনে একটি পুকুর থেকে ভাসমান অবস্থায় অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের (আনুমানিক ৪০) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৩১ জুলাই) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার দক্ষিণ আইচা থানার চরমানিকা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের চর কচ্ছপিয়া গ্রাম থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। ৩ এর পাতায় দেখুন

মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি দেশের অর্থনীতিতে ভয়াল পরিণতি নিয়ে আসবে: বাসদ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি দেশের ওপর এক দাসখত হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই চুক্তিতে বাংলাদেশকে বাজারমূল্যের চেয়ে ৫০ ভাগ বেশি দামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এলএনজি আমদানি করতে হবে, ১৪টি বোয়িং বিমান কিনতে হবে, রাশিয়া-চীনের সঙ্গে চুক্তি করতে হলে আমেরিকার অনুমতি নিতে হবে। এই চুক্তি বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ভয়াল পরিণতি নিয়ে আসবে। শুক্রবার এক কর্মীসমাবেশে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক ৩ এর পাতায় দেখুন

আরও বেড়েছে মাছ-মুরগি-ডিমের দাম

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বরিশাল নগরীর বাজারগুলোতে গরুর মাংস বাদে চলতি সপ্তাহে আরও এক দফা বেড়েছে মাছ, ব্রয়লার মুরগি ও ডিমের দাম। তবে সবচেয়ে বেশি উত্তাপ ছড়াচ্ছে মাছের বাজার। বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছের দাম এখন সাধারণ ক্রেতাদের একেবারেই নাগালের বাইরে; হাজার টাকার নিচে মিলছে না কোনো সামুদ্রিক মাছ। শুক্রবার (৩১ জুলাই) রাজধানীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে ক্রেতা-বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে এমন চিত্র দেখা গেছে। বাজার ঘুরে দেখা যায়, সপ্তাহের ব্যবধানে বাজারে প্রতি কেজি মাছের দাম ২০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। গরিবের মাছ হিসেবে পরিচিত পাঙাশের কেজি এখন ২০০ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। পুকুরে চাষ করা পাঙাশ, তেলাপিয়া, রুই, কাতলা, মৃগেল ও পোয়া মাছের দাম কেজিতে ৩ এর পাতায় দেখুন

বৃষ্টিভেজা রাতে গৃহবধূর 'প্রেসার মাপতে গিয়ে' প্রেসারে চিকিৎসক

নেছারাবাদ প্রতিনিধি

নেছারাবাদ উপজেলার বলদিয়া ইউনিয়নে এক গৃহবধূর বাড়িতে গভীর রাতে প্রেসার মাপতে গিয়ে গত দুদিন ধরে প্রেসারে আছেন এক গ্রাম্য চিকিৎসক। বৃষ্টিভেজা গৃহবধূর বাড়িতে প্রেসার মাপার অযুহাতে প্রবেশের পর স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়েন ওই চিকিৎসক। ঘটনাটির একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২৯ জুলাই গভীর রাতে ওই গৃহবধূর বাড়িতে যান গ্রাম্য চিকিৎসক। গৃহবধূর স্বজনদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ২ এর পাতায় দেখুন

জুলাইয়ে বেড়েছে ধর্ষণ ও আত্মহত্যা

কীর্তনখোলা ডেস্ক

চলতি বছরের জুন মাসের তুলনায় জুলাই মাসে দেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা কমেছে। তবে, ধর্ষণ ও আত্মহত্যার মতো গুরুতর অপরাধ উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। একই সময়ে অনলাইন জুয়া ও মাদকবিরোধী অভিযানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা বাড়লেও মাদক ব্যবসায় পুলিশের সম্পৃক্ততার অভিযোগ নতুন ৩ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতি-শ্লীলতাহানি, গ্রেফতার ৩

লালমোহন প্রতিনিধি

ভোলার লালমোহনে এক গৃহবধূকে দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে স্বর্ণালঙ্কার ডাকাতি ও শ্লীলতাহানি মামলায় তিন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) রাতে গ্রেফতারের পর শুক্রবার (৩১ জুলাই) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের ভোলার আদালতে পাঠানো হয়। গ্রেফতার আসামিরা হলেন- লালমোহন উপজেলার পশ্চিম চরউমেদ ইউনিয়নের ৩ এর পাতায় দেখুন

কুয়াকাটা ভ্রমণে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় পর্যটকের মৃত্যু

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

কুয়াকাটা ভ্রমণে গিয়ে পটুয়াখালীর সদর উপজেলার শিয়ালী এলাকায় পটুয়াখালী-বরিশাল মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে জাহিদ হাওলাদার (২৩) নামে

এক পর্যটক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (৩১ জুলাই) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জাহিদ মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার বাসিন্দা। তিনি মৃত শাহিন হাওলাদারের ছেলে। শিবচর শহরে তিনি একটি ফলের দোকান পরিচালনা করতেন। নিহতের বন্ধু রিফাত জানান, ছয় বন্ধু তিনটি মোটরসাইকেলে করে কুয়াকাটা ভ্রমণে এসেছিলেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে তারা কুয়াকাটায় পৌঁছান। ২ এর পাতায় দেখুন

হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ১০০ ছুঁই ছুঁই

কীর্তনখোলা ডেস্ক

হাম সন্দেহে নতুন করে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে নতুন করে হামে আক্রান্ত হয়েছেন এক হাজার ৮৫ জন। শুক্রবার (৩১ জুলাই) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় সন্দেহজনক হামরোগীর সংখ্যা ৯০০ জন এবং গত ১৫ মার্চ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত সন্দেহজনক হামরোগীর সংখ্যা ১ লাখ ২৮ হাজার ৩১০ জন। নিশ্চিত হাম রোগীর ৩ এর পাতায় দেখুন

৫ দিন দেশজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস কোথাও ভারী বর্ষণের শঙ্কা

কীর্তনখোলা ডেস্ক

আগামী ৫ দিন দেশের বিভিন্ন স্থানে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি ও বজ্রবৃষ্টির প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে। এ সময় দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণেরও আভাস দিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। শুক্রবার (৩১ জুলাই) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এসব তথ্য জানান আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হক। পূর্বাভাসে বলা হয়, শুক্রবার রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক ৩ এর পাতায় দেখুন

৬ বছর ধরে অকেজো প্রায় ৩ কোটি টাকার সেতু, ১১ গ্রামের মানুষের দুর্ভোগ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর দশমিনা ও বাউফল উপজেলার সীমান্তবর্তী বাঁশবাড়িয়া-বগী খালের ওপর দুই কোটি ৮২ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত একটি সেতু ছয় বছর ধরে অকেজো পড়ে আছে। সংযোগ সড়ক নির্মাণ না হওয়ায় আশপাশের অন্তত ১১টি গ্রামের শিক্ষার্থী, কৃষক, নারী ও বৃদ্ধসহ হাজারো মানুষকে ইটের ব্লক দিয়ে তৈরি অস্থায়ী সিঁড়ি বেয়ে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে সেতু পারাপার হতে হচ্ছে। স্থানীয়রা জানান, প্রতিদিন সকালে স্কুল শুরুর আগে শিক্ষার্থীরা বইয়ের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সেতুর নিচে এসে জড়ো হয়। প্রায় ২০ ফুট উঁচু এই সেতুতে ওঠার কোনো সংযোগ সড়ক না থাকায় ইটের ব্লক দিয়ে তৈরি অস্থায়ী সিঁড়িই তাদের একমাত্র ভরসা। কখনো কখনো ঝুঁকি নিয়ে শিক্ষার্থীরা একে অন্যকে হাত ধরে টেনে তোলে। সামান্য ৩ এর পাতায় দেখুন

বাড়তি খরচ ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার চাপে পেট্রোল পাম্প ব্যবসা মালিক সমিতি

কীর্তনখোলা ডেস্ক

দেশের তরল জ্বালানি খাতের ব্যবসা বর্তমানে চরম সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতি। সংগঠনটির মতে, অতিরিক্ত লাইসেন্স প্রক্রিয়া, উচ্চ ব্যয়, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সীমিত কমিশনের কারণে পেট্রোল পাম্প ব্যবসা টিকিয়ে রাখা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। শুক্রবার (৩১ জুলাই) এক বার্তায় এসব কথা জানায় বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতি। বার্তায় বলা হয়, জ্বালানি খাতে ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রায় ১০ ধরনের লাইসেন্স প্রয়োজন হয়। এসব লাইসেন্স পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পাশাপাশি বিপুল অর্থ ব্যয় ৩ এর পাতায় দেখুন

কুয়াকাটায় জেলে জালে ২৯ কেজির টুনা মাছ, ৪০ হাজারে বিক্রি

কুয়াকাটা প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে ২৮ কেজি ৯০০ গ্রাম ওজনের একটি ইয়েলোফিন টুনা (Yellowfin Tuna)। বিরল এ সামুদ্রিক মাছটি কুয়াকাটা মাছ বাজারে নিলামে ৪০ হাজার ৪৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। শুক্রবার (৩১ জুলাই) মাছটি কুয়াকাটা মাছ বাজারের মনি ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য **ঝালকাঠি জেলা:** নলছিটি, রাজাপুর, **পটুয়াখালী জেলা:** পটুয়াখালী, **ভোলা জেলা:** তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, **পিরোজপুর জেলা:** নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও **বরিশাল জেলা:** উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আব্যশক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।

–মফস্বল সম্পাদক

০১৩০৪১৬৮৪১৯

সোনার গহনার দাম ভরিতে বাড়লো ২২১৬ টাকা

কীর্তনখোলা ডেস্ক

দেশের বাজারে সোনার গহনার দাম বাড়ানো হয়েছে। সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) সোনার গহনার দাম বাড়ানো হয়েছে ২ হাজার ২১৬ টাকা। এতে ভ্যাটসহ ভালো মানের এক ভরি সোনার গহনার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে দুই লাখ ২৩ হাজার ৭৪ টাকা। স্থানীয় বাজারে তেজাবী সোনার দাম বাড়ায় এ দাম বাড়ানো হয়েছে। শুক্রবার (৩১ জুলাই) সকাল ১০টা থেকে নতুন দাম কার্যকর হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স ৩ এর পাতায় দেখুন

মাদকাসক্তি ও মানসিক

রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা এখন বরিশালে

দি নিউ লাইফ

মহিলা রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড

যোগাযোগ: ১নং সিএন্ডবি পুল (কাজীপাড়া সংলগ্ন), বরিশাল।

০১৭১৩-৯৫০৯৪১

০১৭১৩-১৬৯৮২৮

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ জাহিদ হোসেন

এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস. ফেলো ডব্লিউ. এইচ.ও (অস্ট্রেলিয়া)

অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান), শিশু বিভাগ (এক্স)

শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশাল।

নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ

চেম্বার: এ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ এর সামনে বাঁধ রোড, বরিশাল।

রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা

সিরিয়ালের জন্য: ০১৭১৪-০৬৭৮৮৬, ০১৭০৬-৩৫৪৯৭৫

চেম্বার: মেডিনোভা মেডিকেল সার্ভিসেস লিঃ কে.বি হেমায়েত উদ্দিন রোড (গির্জামহল্লা), বরিশাল।

রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা

সিরিয়ালের জন্য: ০১৭৫২-১৩৪৪৩৮, ০১৭১১-২৪০৯৬৯

বাসা: বসুন্ধরা হাউজিং, রূপাতলী, বরিশাল

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

কম্পিউটারের সবকিছুই আপনার নাগালে

ঈশিতা কম্পিউটার

All Kinds Of Computer Solution. Accessories Selling, Training & Digital Photography

উপজেলা রোড, আগৈলঝাড়া, বরিশাল। মোবাইল: ০১৭১৫২১৩৫৪৬

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, সহযোগী সম্পাদক: আল হাফিজ, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com